বাসব-উপহার।

অথবা

ভারত সতী নাটক।

শ্রীশ্যামলাল মল্লিক।
কর্ত্তৃক প্রণীত।

নিজং সতীত্বং বহুমূল্য রত্নম্ ,
যত্নেন রক্ষন্তি বরাশ্চনার্য্যাঃ ।
দেবাঃ প্রযচ্ছন্তি গতীশ্চ যাসাং ,
গায়ন্তি গাথাং সতত সতীনাম্ ।

সনাতন যন্ত্রে।
শ্রী চন্দ্র নাথ গুহ
দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

১২৮৮ সাল।

উপহার।

পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ মল্লিক

পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু

তাত!

প্রীতির কুসুম যতনে গ্রন্থণ করিয়া ভক্তি সহকারে করপুটে ধারন করিয়াছি, সাদরে আপনার চরণে অর্পণ করিবার বাসনা; কিন্তু ভয়ে সাহস হইতেছে না; তথাপি এই সাহসে অর্পণ করিতেছি যে আমি আপনার প্রিয় পুত্র এবং আমার প্রতি আপনার অতিশয় স্নেহ ও আছে, সুতরাং আমার প্রীতির ও যতনের উপহার অন্যের নিকট ইহা ঘৃণিত হইলেও আপনি যে ইহাকে অনাদর করিবেন না বলা বাহুল্য। কারণ স্নেহের চক্ষুতে নীরস বস্তুকেও সরস দেখায়, এই আশ্বাসেই আমার এই প্রথমমানসজাত ভারত-সতীকে অপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম।

কলিকাতা
সন ১২৮৭ সাল

আপনার একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তি
শ্রীশ্যাম লাল মল্লিক

বিজ্ঞাপন।

মহানুভব সাধারণ জনগণ সমীপে নিবেদন এই যে আমার এই ক্ষুদ্রকায় প্রথমমানসজাত "বাসব উপহার অথবা ভারত সতী" নাটক খানি পুস্তকাকারে কাহাকেও দেখাইবার বাসনা ছিল না। ইহা গৃহে অভিনয় করণাভিপ্রায়েই লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু আমার প্রিয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু বিহারি লাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু জহর লাল সেন এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ করণ বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করাতে আমি অগত্যা সম্মত হইয়াছি। কিন্তু ভয়ে প্রাণ শুষ্ক হইতেছে, কারণ কখন লেখনী ধারণ করি নাই; কি জানি যদ্যপি সমাজে হাস্যাস্পদ হই। এক্ষণে সহৃদয় পাঠক এবং পাঠিকাগণ নিজগুণে দোষভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুণগ্রহণ করিলেই লজ্জা নিবারণ ও শ্রম সার্থক বোধ করিব। ইতি

কলিকাতা
সন ১২৮৭ সাল

গ্রন্থকার
শ্রীশ্যামলাল মল্লিক

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

মহারাজ যশোবন্ত সিংহ—যোধপুরাধিপতি।

জ্ঞানালোক—মন্ত্রী।

ইন্দ্রসিংহ—রাজকুমার।

অমর সিংহ—সেনাপতি।

ভট্টনারায়ণ কবিরত্ন—রাজসখা।

অজয়সিংহ—উজ্জয়িনীর রাজা।

বিজয় সিংহ—রাজভ্রাতা ও সেনাপতি।

গনপত শাস্ত্রী—অমাত্য।

বরকন্দাজখাঁ—পাঠান দস্যুপতি।

তেজ খাঁ—সহকারি নায়ক।

নাগরিকদ্বয়, দূতদ্বয়, সৈন্যচতুষ্টয়, প্রহরি, পথিক ব্রাহ্মণ ও দস্যুগণ।

স্ত্রী।

রাণী—উজ্জয়িনীর পাটরাণী।

বসুমতী ও বিমলা—রাণীর সখিদ্বয়।

শশীকলা—রাজকন্যা।

প্রিয়ম্বদা, বিলাসবতী ও তমালিকা—রাজকন্যার সখিগণ।

আশমান—পাঠান পরিচারিকা।

বাসব উপহার নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(উজ্জয়িনীর প্রমোদ কানন সমীপস্থ প্রান্তর—চারিজন সেনা দুই জন দস্যুর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ধর ২ ও মার ২ শব্দ করত বহির্গত ও প্রবেশ)

১ম—সে। বেটারা বড্ড পালাল হে!

২য়—সে। প্রমাই আছে তাই এ যাত্রা বেঁচে গেল!

৩য়—সে। প্রমাই আর কদিন। আজ না হয় কাল। প্রমাই আমাদেরি হাতে, যাবার কি আর যো আছে!

৪র্থ—সে। (ভঙ্গিমার সহিত) এক বেটা আমার দিকে একটা বন্দুক ছুঁড়ে ছিল, ও ভাই! গুলিটা আমার কাছ দিয়ে সন্ কোরে চলেগেল। আমি মনে কল্লুম আমার বুঝি কানটা উড়ে গেল, দেখ দেখি ভাই আমার কানটা আছে কি না?

১ম—সে। হাঃ হাঃ হাঃ দেখ ভাই এক বেটা মোটা ভুঁড়িওয়ালা দৌড়তে ২ দড়াম করে পড়ে গেল, আর আমি অমনি গিয়ে বেটার ভুঁড়িতে এক কোপ্! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

২য়—সে। আজ কত গুলো নিকেশ হয়েছে হবে হে? একশ টা হবেনা?

৩য়—সে। দূর্ একশটা কি! কুমার তো একলাই পঞ্চাশটে নিকেস করেছেন্। তা ছাড়া কেও আট্টা, কেও দশটা, আজকে দুশটার কমনয়।

৪র্থ—সে। তা আর হবেনা? আজ কাটতে ২ হাতের কবজি গুলো সব ঢিলে হয়েগিয়েছে।

১ম—সে। আর তলোয়ার গুলো ও সব দাঁত পোড়ে ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। না সানালে আর কাজ চলবে না।

২য়—সে। সুবাদার, ভাই এক বেটার ঠেঁয়ে কিছু পেয়েছে।

৩য়—সে। কি পেয়েছে হে!

২য়—সে। বোধ হয় হিরের আংটী ফাংটী কিছু হবে।

১ম—সে। তা সে পাবেনা কেন বল! আমাশালাদের কপালে আর কিছুই হবেনা। (কপালেহাতদিয়া) এপোড়া কপালে ছটাকার বেশি আর এক কড়াও নেই!

৪র্থ—সে। হাঁভাই কুমারের কি ক্ষমতা! এক এক কোপে তিন চারটে মাথা নিকেশ!

১ম—সে। তা হবেনা কেন বল। দুধ ঘির জোর, আর শুকনো চানার জোর কত তফাৎ!

২য়—সে। আরে দুর খেপা! তানয় ও সব টাকার জোর।

২য়—সে। ওরে! চুপকর ২, কুমার আসছেন।

(কুমার ইন্দ্র সিংহের প্রবেশ ও সকলে এক পার্শে দণ্ডায়মান)

কুমা। আর সব্ কোথায়!

১ম—সে। আজ্ঞে আর সব্ তাঁবুতে গিয়েছে।

কুমা। আচ্ছা তোমরাও যাও, আমি একটু পরে যাব।

১ম—সে। যে আজ্ঞে।

(৯)

(সেনাচতুষ্টয়ের প্রস্থান)

(কুমারের একটি বৃক্ষ ছায়ায় উপবেশন্ ও চিন্তা)

কুমা। উঃ! আর সহ্য হয়না! আজ একাদিক্রমে প্রায় একবৎসর কাল কেবল বনে ২ পর্ব্বতে ২ পরিভ্রমণই করিতেছি। কি রৌদ্র, কি বৃষ্টি, কি হিম্ কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ্ করিনাই! অহরহ কৃপান ধারনে হস্ত আমার একেবারে লোহবৎ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনো পাপাত্মা দস্যুপতিকে ধর্‌তে পার্‌লাম না। দেখি দুরাত্মা কদ্দিন্ লুকিয়ে থাকে। হায়! কত দিন যে স্নেহময় পিতা মাতার চরন দর্শন করিনাই, বন্ধুগণকে দেখিনাই, তা বলিতে পারিনা। —আর কত দিন যে দুরাত্মার জন্য এ যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হবে তা ও জানিনা। কি করি, পিতার আদেশ, সেই পামরকে হস্তগত না করেই বা কি করে যাই। এপর্য্যন্ত পিতা ও কোন সংবাদ পাঠালেন্ না; মন্ ও আমার অত্যান্ত বিচলিত হয়েছে। কি করি; দেখি আরও সপ্তাহ কাল অপেক্ষা করিয়া দেখি, যদি কোন সমাচার না পাই তা হলে না হয় একবার কিছু দিনের জন্যে পিতা মাতার চরন দর্শন করে আস্‌বো। যাই এখন শিবিরে যাই। (উর্দ্ধেদৃষ্টি করিয়া) উঃ কি ভয়ানক মেঘাড়ম্বর হয়েছে। (মেঘ গর্জ্জন ও বিদ্যুত, চিন্তার কি অদ্ভুত মোহিনীশক্তি! এত ভয়ানক ঘটনা হয়ে উঠেছে তা আমি কিছুই জানতে পারিনাই

(ঝটিকা ও মেঘ গর্জ্জন) তাইত এ যে ভয়ানক বিপদ উপস্থিত। নির্বিঘ্নে যে শিবিরে যাই তারওত কোন উপায় নাই। হা বিধাত! এত কষ্ট দিয়া ও তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না (পুনর্ব্বার মেঘ গর্জ্জন—ঝটিকা ও বিদ্যুৎ) না— কপালে যা আছে তাই হবে। (কুমারের বেগে গমন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(উজ্জয়িনীর প্রমোদবনস্থ রাজকন্যা শশীকলার নৃত্যাগার। শশীকলা, প্রিয়ম্বদা, বিলাসবতী, ও তমালিকা আসিন)

(নেপথ্যে মেঘ গর্জ্জন)

শশী। সখি প্রিয়ম্বদে! আজ একি দুর্য্যোগ ভাই। বসন্ত কালে এত বৃষ্টি! আজ্ রাত্রেত ভাই আমার ঘুম হবেনা!

প্রিয়। কি করে ঘুম হবে বল ঘুম পাড়াবার লোক থাকত ত ঘুম হত।

শশী। (কল্পিত ক্রোধে) যাও ভাই! তোমার কেবল ঐ আছে। তুমি ব্যাঙ্গ না হলে থাকতে পার না।

(সখির প্রতি রাগ করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন)

প্রিয়। আহা! সখির আমার অভিমান হল কে আর সাধ্বে ভাই আমিই সাধি! (শশীকলার পদ ধরিয়া)

ত্যাজ মান মানময়ি ক্ষম অপরাধ লো।
না জেনে করেছি দোষ, ধরিতব পায় লো।

শশী। যাও সখি! আর হাড়্ জ্বালিও না। দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে।

(সকলের উচ্চ হাস্য)

বিলা। আহা চুপকর ভাই। ভগিনী তমালিকা বীনার সহিত কেমন্ গান্ ধরেছে শোন।

তমা। (বীনার সহিত গান)

জংলা বেহাগ। কাওয়ালি।

ভাবিবনা সখি আর সে কাল রতন।
চাহিবনা, চাহিবনা থাকিতে জীবন ॥
এমন নিঠুর কাল, কেমনে জানিব বল,
তাহলে কি হতে হত এত জ্বালাতন ॥
আজিকে এমন দিনে, কি বলিব এক বিনে,
হয়েছে বিষম ভার এ ছার জীবন ॥—

প্রিয়। কি করবে বল ভাই? তুমিত আর কালাচাঁদের একলা নয় যে দরকার্ হলেই ছুটে তোমার কাছে আসবেন।

বি। হ্যাঁভাই! বামুন ঠাকুরের ক'টি।

প্রিয়। তা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এক শত আটটী! তুই একটি হবি।

বি। মরণ আর কি।

প্রিয়। আমি নাগরের কোল্ খালি করে মর্তে যাব কেননা। যার কেও কোথাও নাই সেই মরবে।

শশী। তোমার আবার নাগর কে হল।

বি। ওঁয়ার নাগর যোম।

প্রিয়। দুর্ বালাই আর কি (শশীকলার চিবুক ধরিয়া

এই যে আমার সোনার চাঁদ নাগর বসে রয়েছে।

তমা। হা : হা : হা :! ঠিক্ হয়েছে দেখিস্ ভাই আবার যেন ভগিরথের জন্ম হয়না। তাহলে আর গঙ্গা পাবে না।

(সকলের উচ্চ হাস্য)

প্রিয়। প্রিয় সখি! তুমি যে মনেকরেছ, গোল মাল করে ফাঁকি দিয়ে যাবে তাহবেনা। এখানে গুরুমহাশয় আছে।

তমা। হ্যাঁভাই! ঠিক বলেছিস্? প্রিয় সখি তুমি একটি গাও ভাই।

শশী। আমি ফাঁকি দি! আচ্ছা তোমরাও যন্ত্র লাও সখি। তমালিকা তুমি ও ভাই বীণা ধর।

শশী।

খাম্বাজ— তাল যৎ।

(হে সখি) সহেনা সহেনা প্রাণে আর এবেদন।
বিসম কুসুম শরে করে সদা জ্বালাতন ॥
আরত রহেনা সখি প্রাণ দেহ মাঝে,
নিরুপায় হইয়ে ধৈর্য্য ধরি কায়ে কাযে,
প্রকাশিতে নাহি পারি মরি লোকলাজে,
বিড়ম্বনা হল সখি আমার এ নব যৌবন ॥

প্রিয়। আহা! ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হলে কোকিল কে কি কেহ নিরব করে রাখিতে পারে আজ আমাদের প্রিয় সখির ও তাই হয়েছে।

বিলা। আহা! রাজা রাণীর কিছুই কি বিবেচনা নাই, মেয়ে

যে এই সমস্ত বয়েসে কি করে থাক্‌বে, তাকি তাঁরা এক বার ভাবেন ও না। কি কঠিন্‌ প্রাণ !

তমা। হ্যাঁ সখি! যোধপুরের রাজপুত্রের সঙ্গে যে প্রিয় সখি সম্বন্ধ এসেছিল, তাকি হল ?

প্রিয়। সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল।

তমা। কেন ?

প্রিয়। যোধ পুরের রাজা দিল্লীশ্বরের সেনাপতি বলে।

তমা। তাতে কি হল।

প্রিয়। যবনের দাসত্ব ; যবনান্ন ভোজন।

তমা। তা কুমারের দোষ কি হল।

প্রিয়। বাপের ব্যাটা।

(নেপথ্যে ঝটীকা শব্দ)

শশী। ও সখি একি ঝড় উঠল নাকি

বিলা। তাইত ভাই প্রিয়ম্বদা ও জানালা গুলো বন্ধ কর।

(প্রিয়ম্বদা উঠীয়া বন্ধ করণ ও পুনর

তম। তার পর কি বল্‌ছিলাম —হ্যাঁ কুমার অযোগ্য পাত্র হলেন কোন দোষ নাই।

প্রিয়। পাত্রের ত আর কথা হচ্ছেন মহারাজ বল্লেন, যে ওদের কুলে ও মত ছিল, আর সকলের কোন মতেই রাজি হলেন

বিলা। পাত্রির মত কি।

প্রিয়। পিপাসার জল।

শশী। তোমার মুণ্ডু।

প্রিয়। তবে আশার ফল।

শশী। তবে আমি যাই।

(রাগ করিয়া গমনোদ্যত ও প্রিয়ম্বদার ধরিয়া রাখন)

তমা। (বিস্ময়ে) সখি! চুপকর দেখি! নিচের দরজায় যেন কে ধাক্কা মারছে না।

ও বাতাস।

(পুনরায় নেপথ্যে দরজার আঘাত শব্দ)

। হ্যাঁত! একি ভাই।

। সখি! আমার বড় ভয় করছে! তোমরা আমার কাছে এস?

(নে ''থ্য) যদ্যপি এ আবাসে কেহ থাকেন, আশ্রয় । বিপন্নের প্রান রক্ষা করুন।

নাই! কোন পথিক আজিকার দুর্যোগে হয়ে আশ্রয় চাচ্ছে !

ানে কাকে আশ্রয় দিব বল! যদি কোন হয় !

দিলেই, ও আপনি চলে যাবে এখন।

একবার জানালা দিয়া দেখনা, লোক্‌টা কিরূপ।

ভাল কথা! (উটিয়া জানালা হইতে দেখিয়া) হয় যেন এক জন সম্ভ্রান্ত সৈনিক পুরুষ!

বল দেখি।

উমা। ভাল ত একবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখনা।

প্রিয়। আচ্ছা। (জানালার নিকটে যাইয়া)
মহাশয়! আপনার পরিচয় নাদিলে আমরা আশ্রয় দিতে পারিনা! কারণ আমরা সকলেই কুলবালা!

আগন্তুক। (নেপথ্যে) আপনাদিগের কোন ভয় নাই! আমি ঈশ্বর সমক্ষে বলছি আমিও এক জন সম্ভ্রান্ত সৈনিক পুরুষ। এক্ষনে দৈব বিড়ম্বনায় অত্যন্ত বিপদ গ্রস্ত। অনুগ্রহ করে আশ্রয় দিন, পরে বিশেষ জানিবেন।

শশী। সখি! তুমি সত্বরে যাও, এবং অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া এস। সখি তপস্বিনী তোমরা অতিথীকে বসাও ও শুশ্রুষা কর, আমি পার্শ্ব গৃহে যাই।

উমা। না সখি তা হবেনা (শশীকলাকে ধরিয়া বসান) তাহলে ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে।

(প্রিয়ম্বদার সঙ্গে আগন্তুকের প্রবেশ)

(ও সকলে দণ্ডায়মান।)

তপ। (আগন্তুকের প্রতি) মহাশয়! আপনার আগমনে আজ আমাদিগের গৃহ পবিত্র হল। দেখছি আজিকার দুর্য্যোগে আপনি অত্যান্ত কষ্ট পেয়েছেন, আপনার পরিধান ও অত্যন্ত আর্দ্র হইয়াছে। অতএব বস্ত্র পরিবর্ত্তন শীঘ্র আবশ্যক।

আগন্তুক। সরলে! বিধাতা জীবের প্রতি নির্দয় হইলেও সদয় হইয়া থাকেন। আজিকার দুর্য্যোগে যেমন বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তেমনি মহৎ আশ্রয় ও দিয়াছেন; অতএব শুভে! আপনার অভিপ্রায়ের অন্যথা কিরূপে করিব।

প্রিয়। মহাশয় একবার গাত্রোত্থান করিয়া এই পার্শ্ব গৃহে আগমন করুন।

(আগন্তুককে লইয়া প্রিয়ম্বদার প্রস্থান)

শশী। (জনান্তিকে) সখি তপস্বিনি! ইহাঁকে যেন কোন রাজ পুত্র বলিয়া বোধ হয় না।

ক্ষমা। তার আর কি সন্দেহ আছে,

শশী। দেখো, যেন সম্বর্দ্ধনার কোন ত্রুটি হয় না।

(বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া)

(প্রিয়ম্বদার সহিত আগন্তুকের প্রবেশ ও সকলের দণ্ডায়মান)।

আগ। (বসিয়া) আপনারা আমার জন্য অত উৎকণ্ঠিতা হবেন না। আজ্ আমাকে আশ্রয় দিয়া জীবন দান করিলেন। এক্ষনে জিজ্ঞাসা করি আপনাদিগের এ নৃত্যশালার অধিষ্ঠাত্রী দেবি কে, এবং তিনি কোন কুলকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

প্রিয়। মহাশয়! আমাদিগের প্রিয় সখির অভিলাষ, যে আপনি কোন কুলকে সমুজ্জল করিয়াছেন ও কি মহদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন, তাহা অনুগ্রহ করিয়া অগ্রে প্রকাশ করুন্, কারণ স্ত্রীলোকের পরিচয় অগ্রে প্রদান করা অবিধি।

আগ। চপলে আমার পরিচয় বলা বাহুল্য। আকার ও পরিচ্ছদে স্পষ্টই দেখিতেছ। আমি ক্ষত্রিয়, ব্যাবসাতে অসিজীবি।

শশী। (জনান্তিকে) সখি পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে আর কেন কষ্ট দাও।

আগ। শুভে! কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ব্যতিত, জীবের অনায়াসে মোক্ষ লাভ হয় না। আমারো সেই কষ্ট কাল আজ গত হয়ে এখন নরলোকের সুদুর্লভ যে স্বর্গসুখ তাহা অনুভব করিতেছি। এ অতিথীর প্রার্থনায় কি কর্ণপাত করিলেন না?

শশী। (অনাস্তিকে) কি প্রার্থনা সখি!

প্রিয়। সখীর প্রার্থনা কিছুই নাই। যাঁহার প্রার্থনা, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।

শশী। (প্রিয়ম্বদকে অঙ্গুলি দ্বারায় উৎপীড়ন করিয়া) আমি তবে যাই।

প্রিয়। বালাই! তুমি কেন যাবে? (শশীকলার হাত ধরিয়া)

বিলা। মহাশয়! আপনার কি প্রার্থনা, আমাদের প্রিয় সখিকে খুলে বলুন্।

আগ। প্রার্থনা, আপনার প্রিয় সখির পরিণ—(অপ্রস্তুত হইয়া) পরিচয়।

প্রিয়। মহাশয়! আজ আপনার অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে; আপনার নিদ্রাকর্ষন হচ্চে। আপনি একটু বিশ্রাম করুন্ পরিচয় পরে হইবে। প্রিয় সখি! চল আমরা এখন যাই। বিলাস! এইখানে শয্যা প্রস্তুত করিয়া দেও (আগন্তুকের প্রতি) মহাশয়! আমরা অবলা অতিথী সৎকারের কিছুই জানিনা। আমাদের সকলের অপরাধ ক্ষমা করিবেন, এক্ষনে আমরা অভি-বাদন করিতেছি

(পরস্পর অভিবাদন করিয়া আগন্তুক ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(উজ্জয়িনীর প্রমোদ কানন—শশীকলা, তপস্বিনী, ও বিলাস-বতীর পুষ্প চয়ন)

শশী। (সাহ্লাদে) ভাই তমালিকা! একবার এইদিকে এস তোমাকে এক জীনিস দেখাব।

তমা। (অগ্রসর হইয়া) কি প্রিয়সখি! কি দেখাবে।

শশী। (সাহ্লাদে) সখি! আমার মাধবিলতার কুঁড়ি ধরেছে।

তমা। সখি! এতদিনে বিধাতা বুঝি তোমার প্রতি প্রসন্ন হলেন।

শশী। গাছ্ যে ভাই ছোট ছিল, বড় না হলে কি করে ফুল হবে বল।

তমা। (হাসিতে ২) তা সত্যইত উপযুক্ত সময় না হলে কি মুকুলিত হয়।

শশী। দেখ সখি! সহকার তরুকে মাধবিলতা আশ্রয় করাতে কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছে; বোধ হচ্চে যেন নব-দম্পতী প্রেম ভরে উভয়কে উভয়ে আলিঙ্গন করি-তেছে; আর মাধবিলতা যেন লজ্জাভরে ঈষৎ মস্তক অবনত করে রয়েছে। আহা! স্বভাবের কি মধুর ভাব।

তমা। এখন তোমার একটী সহকার তরু হলেই বাঁচি।— সখি! আগন্তুকবীর যুবা কি এখন ও শয্যাত্যাগ করেন নি?

শশী। আমি প্রিয়ম্বদাকে দেখতে পাঠিয়েছি। কৈ এখন ও যে আসচেন না।

(নেপথ্যে প্রিয়ম্বদার গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

তমা। এই যে, প্রিয়ম্বদা আসচে।—ওমা! আবার গাইতে আজ যে বড় ভাব লেগেছে দেখছি।

শশী। সখি! কিদেখে এলে। উঠেচেন কি?

রাগিনী ভৈরবী।—তাল কাওয়ালি

প্রিয়। দেখানুমে শ্যামচাঁদে আহা মরে যাই।
নিধা ঘোরে সদা মুখে কহে রাই রাই॥

শশী। কি কচ্চেন?

প্রিয়। দেখিলাম শ্যামচাঁদে আহা মরে যাই।
নিধা ঘোরে সদা মুখে কহে রাই রাই॥

শশী। আহা! তোমার গান তোমাকেই থাক।

প্রিয়। মুখে মৃদু মৃদু হাসে বহতই ঘন শাঁস।
প্রেমের পুতলি রাধা হৃদয়ে নাচই॥

তমা। তাঁর কি রাধা আছেন?

প্রিয়। ইঁহা রাধা উঁহা শ্যাম, মিটাওলো মনস্কাম।
চলহো এ সখী মোরা শ্যামলি বোলাই॥

তমা। কি স্বপ্ন দেখ্‌ছেন, প্রিয়ম্বদ?

প্রিয়। তা জানিনা ভাই। কেবল প্রিয়সখির নাম করছেন আরো কত কি বলছেন, তা আবার আমি ও সব বুঝ্‌তে পারিনি।

শশী। চলনা সখি; একবার দেখে আসি।

প্রিয়। (ভঙ্গির সহিত) হুঁ। তাইত বলি। তৃষ্টা না পেলে কি জল এগোর।

শশী। দেখ সখি, তোমাকে এবার আমি জব্দ কর্‌বো।

প্রিয়। কি আর জব্দ করবে; আমাদের শ্বশুর বাড়ি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে, না হয় নাই নিয়ে যাবে। এই বইত না।

তমা। ওলো! আর এক জিনিস দেখবি।

প্রিয়। কি ভাই!

তমা। এই প্রিয় সখির মাধবি লতার কুঁড়ি ধরেছে।

প্রিয়। তা হবেই যে। ও যে কার্ত্যায়নীর বর্ আছে। মাধবি লতার ফুল ফুটলেই প্রিয় সখির বিয়ে হবে। আর পাত্র ও উপস্থিত। এখন তোমার বামুন ঠাকুরকে ডেকে মন্ত্র কটা পড়ে দেবে।

তমা। সখি প্রিয়ম্বদে! আগন্তুক যুবা পরিচয় দিলেন না কেন?

প্রিয়। পরিচয়, আমার কাছে লওনা। তিনি কি দেবেন্।

তমা। ইনি কে?

প্রিয়। যোধ পুরের যুবরাজ।

তমা। (চম্‌কিয়া) এই ইনি! তুই কি করে জানলি

প্রিয়। আমি জানতে পেরেছি।

তমা। তবু কি করে?

প্রিয়। স্বপ্ন দেখবার সময় তাঁরি মুখে শুনেছি।

তমা। আর্ কি শুনলে।

প্রিয়। আমাদের প্রিয় সখিকে ধ্যান কচ্চেন। আমি আর সাড়া দিই নাই অমনি আস্তে ২ চলে এসেছি।

শশী। চল ভাই রৌদ্র উঠ্‌ল।

তমা। চল। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(নাট্যশালার শয়নাগার—আগন্তুক বীর যুবা নিদ্রিত ও স্বপ্নদর্শন)

(সখিগণ সঙ্গে শশীকলার প্রবেশ ও
নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান।)

আগ। (স্বপ্নদৃষ্টে-স্বগত) না মানবী কখনই নয়। ইনি দেব কন্যা, নারীরূপে পৃথিবিতে অবতীর্ণা। যথার্থই দেবী কি? আমি না বীর ধর্ম্মে দীক্ষিত।—সামান্য ললনাররূপে আমার কি মুগ্ধ হওয়া উচিত—না কখনই না (কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া) সামান্য ললনাত নয়। নইলে আমার মন এত অস্থির হয় কেন। উঃ! যোধপুর পিতা! উঃ!!! (আলস্য ত্যাগ)

(শশীকলা ও সখিগণের প্রস্থান)

আগ। (উঠিয়া) একি এত বেলা হয়েছে। তাইত আমাকে যে যোধপুর যাইতে হইবে (শীঘ্র উঠিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করন) কই কাহাকেও যে দেখতে পাইনে!

(বিলাসবতীর প্রবেশ)

বনা। যুবরাজ! প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করুন্ বেলা হয়েছে।

আগ। (স্বগত) একি আমাকে যুবরাজ বলে সম্বোধন করিছেন কেন! আমি কি আত্মপ্রকাশ করেছি। না, তবে কি এঁরা আমাকে কেহ চেনেন্। তা হতেও পারে (প্রকাশ্য) সরলে! আমার প্রাতঃকৃত্যের আর আবশ্যক নাই। আমার সত্বরে কোন বিশেষ কার্য্যে যাই-

বার প্রয়োজন আছে। আপনার প্রিয় সখিকে একবার সংবাদ দিন! সাক্ষ্যাৎ করিয়া যাইব।

(বিলাসবতীর প্রস্থান)

আগ। (স্বগত) আহা! কি অপূর্ব্ব স্বপ্ন। স্বপ্নেতে যে সুখ ভোগ করিয়াছি, তাহা যে সত্য ঘটনা হয়, এমন তো সম্ভবে না। বিধাতার নির্ব্বন্ধ। না, এখন আর ও সকল ভাবিয়াই বা কি করিব। কেবল মনকে বিচলিত করা বইত নয়।

(সখিগণ সঙ্গে শশীকলার প্রবেশ)

প্রিয়। যুবরাজ! আমাদিগের প্রতি এত নির্দ্দয় কেন?

আগ। চপলে! আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমার বিশেষ আবশ্যক না থাকিলে আপনাদিগের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতাম না। গত রাত্রে আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থণা করিতেছি। আর আপনার প্রিয় সখিকে বলুন, আমার প্রতি দয়া করিয়া এই অনুরোধটি রক্ষা করেন।

তমা। যুবরাজ! আমরা সকলেই অবলা; কিরূপে মহজ্জনের সৎকার করিতে হয় তাহা কিছুই জানি না, আমাদিগের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আর আমাদের প্রিয় সখির প্রার্থনা—আপনি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর এইখানে আহারাদি করিয়া যাইবেন। তাহা হইলে আমরা সকলে বড় সুখি হইব!

আগ। আপনার প্রিয়সখির অনুরোধ রক্ষা করা আমারি বহু

ভাগ্যের কথা। কিন্তু কি করি, আমার অতি দুর্ভাগ্য। নচেৎ অমৃতে কার অরুচি হয়! আপনার প্রিয় সখি আমার এই অনুরোধটি রক্ষা করিলে, আমার বিশেষ উপকার করা হয়। তাহা হইলে আমি চির বাধিত হইব, আমার এধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন!

শশী। সখি! অপহরণ করিবার মানসেই কি মহজ্জনেরা অতিথী হইয়া থাকেন! বীর পুরুষেরা কি নিরীহ অবলাজনের প্রতিই অত্যাচার করেন! এই কি বীরের ধর্ম্ম!—চুরি করিয়া পলায়ন।

আগ। (স্বগত) একি বিভ্রাট! (প্রকাশ্যে) শুভে! আমার প্রতি এ বিপরিত অপবাদ কেন! কোথায় আমিই আমার মন, প্রাণ সমস্তই আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া যাইতেছি, তাহার পরিবর্ত্তন ও কিছু লই নাই! পাছে আমার বস্তু আমাকে প্রত্যার্পন করিতে হয় বলিয়াই বুঝি এই অপবাদ! হুঁ, এ উত্তম যুক্তি বটে! কল্যাণী! আপনার মঙ্গল হউক! আমার গচ্ছিত বস্তু আমাকে প্রত্যর্পন করুন আমি যাত্রা করি!

শশী। সখি! অস্তাচল গত শশধরের পুনরুদয় কি আশা করিতে পারি!

প্রিয়। সখিরা তার কি জানে! তুমি কেবল সখিদেরি জিজ্ঞাসা কর!

আগ। সুভে! এ হৃদয় হতে, ও মন মোহিনী প্রতিমূর্ত্তি, কখনই যাইবার নহে! আমরা বীর পুরুষ! বীর পুরুষের

হৃদয় সহজেই পাষানবৎ! সেই পাষানে অঙ্কিত মূর্ত্তি কখনই যাইবার নহে! উহা এ জীবনের সঙ্গি! যদি বিধাতা অনুকূল হন, যদি আমার কপাল সুপ্রসন্ন হয় তবে শীঘ্রই আসিয়া আপনাকে দর্শন করিব। অপনাকে স্মরনার্থে চিহ্ন স্বরূপ এই অঙ্গুরিয়কটী দিতেছি বন্ধু বিবেচনায় গ্রহন করিলে পরম বাধিত হইব।
(সখির হস্তে প্রদান)

শশী। সখি! যুবরাজের প্রসাদ আমি এই শিরে ধারণ করিলাম সখি! আমার এই অঙ্গুরিটী, যদি দাসির কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ গ্রহন করেন তাহা হইলে দাসি চিরবাধিত হইবে ও জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে।
(সখির হস্তে প্রদান)

প্রিয়। যুবরাজ! এই আমাদের প্রিয়সখির উপহার গ্রহন করুন। ওরে তোরা উলু দেনা রে। (যুবরাজের হস্তে অঙ্গুরি প্রদান)

যুব। আমি এই প্রশাদ বক্ষে ধারণ করিলাম। (অঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুরি রাক্ষন) এ বক্ষ বিদীর্ণ না হইলে আর ইহা স্থানান্তরিত হইবে না। তবে একনে বিদায় হইলাম, ভগবান ভবানী পতি আপনাদের মঙ্গল করুন
(সকলকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান)

প্রিয়। যার ধন তার হল।

ক্ষমা। বিধির লিপি কে খণ্ডাবে বল, বর আপনি এসে বিয়ে করে গেল।

বিমা। এখন রাজা রাণী নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকুননা কেন।

প্রিয়। তা বইকি, প্রিয়সখিত কায গুছিয়ে বসে র'হিলেন কেবল আমরাই ফাঁকি, প্রিয়সখিরই জীত, আর কেন চল এখন রাধিকা শ্যামসুন্দরের ধ্যান করুক।

(সকলের প্রস্থান)

শশী। (স্বগত) যদি বিধাতা দিন দেন তবে এজীবনে সুখ হবে আর পিতা মাতা যদি নিতান্তই অসম্মত হন তাহলে প্রাণত্যাগই সঙ্কল্প, এ কপালে যে সুখহবে তা ত বোধ হয় না, যাহাই হউক এ প্রাণ মন দেহ আর কাহরই নয়।

(প্রিয়ম্বদার প্রবেশ)

প্রিয়। প্রিয়সখি, রাজমহিষী ডাকতে পাঠিয়েছেন।

শশী। চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(যোধপুর রাজসভা মহারাজ যশোবন্ত সিংহ ও মন্ত্রী অমাত্যালোক আসীন।)

রাজা। বলকি মন্ত্রি, একটা ক্ষুদ্র উপত্যকার রাজা হয়ে এত বড় স্পর্দ্ধা।

মন্ত্রী। তাইত মহারাজ! আপনার প্রতাপ জেনে শুনে ও এমন কথা গুলা বল্লে, এর ভাব ত আমি কিছু বুঝতে পাচ্চিনা।

রাজা। আর বুঝবে কি, মৃত্যু নিকট হলেই পিপীলিকা পতঙ্গ হয়, মনে করেছিলাম্ যে হতমান হয়ে একপার্শে পড়ে থাকে আমাদের দলে এনে বাদসাহের নিকট মান দেওয়াব, তা কুকুরের পেটে ঘৃত পরিপাক হবে কেন এখন উচিত ফল ভোগ করুক।

মন্ত্রী। মহারাজ! তার কপালে যা আছে তা কে ঘোচাবে বলুন।

রাজা। কুমারের সংবাদ লয়ে দূত্ যে এখনও ফিরে আসচেনা কেন বল দেখি।

মন্ত্রী। তাইত এত বিলম্বের কারণ কি, বোধ হয় মহারাজ কুমারের আসিবার অভিপ্রায় হয়ে থাকবে তাই বিলম্ব হচ্চে।

রাজা। তা হতেও পারে, দেখ মন্ত্রি! সেনাপতি অমর সিংহ পার্ব্বতীয় দিগের দমনে নিযুক্ত, কুমার ও পাঠান দস্যু-দের অনুসরণ করেছেন; কতদূর যে গিয়েছেন তাও বলিতে পারি না। ইহাদিগের মধ্যে কেহ একজন না ফিরে এলে আর দুরাত্মা অজয়সিংহকে প্রতিফল দেও-য়া হচ্চেনা। উঃ! কি অহঙ্কার! কি স্পর্দ্ধা! শৃগাল হয়ে আমাকে বলে কিনা যবনান্নভোজী, যবনের দাস (বন্ধুত্ব করিলে কি দাসত্ব হয়,) যিনি দিল্লীশ্বর তিনিই আমাকে খোসামোদ করেণ, সে ত কোন্ ছার, পামর আমাকে বলে কি না পতিতকুল, ওঃ হোঃ! কি আমার

কুলীন পুত্ররে ! পামর ত অনঙ্গপালের জারজ সন্তান, কে না জানে অনঙ্গপাল পুরুষত্বহীন ছিল ? তার পরম সৌভাগ্য যে আমি তার ঘরের কন্যা লয়ে আসি। বরং আমারি সেখানে সম্বন্ধ করিতে পাঠান অন্যায় হয়েছে।

মন্ত্রী। তা বটেইত মহারাজ! আপনারিই অন্যায় হয়েছে।

রাজা। কেবল মহিষীর আগ্রহে আর কন্যাটী অত্যন্ত রূপবতী শুনে আমি এই কার্য্য করিতেছি, তা না হলে আমার কি দায়।

মন্ত্রী। তা সত্যইত আপনার কি দায়।

(ভট্টনারায়ণ কবিরত্নের প্রবেশ)

রাজা। আরে এস এস সখা এস, প্রণাম হই, ভাল আছত,

মন্ত্রী। ভট্টমহাশয় প্রণাম হই ভাল আছেন ত।

ভট্ট। আশীর্ব্বাদ করি আয়ুষ্মানভব, (উপবেশনান্তর) বলি রাজা রাজড়ার কাণ্ড বোঝা ভার !

রাজা। কেন কি হয়েছে হে।

ভট্ট। না হয় নাই এমন কিছু, তবে—

মন্ত্রী। তবে কি ?

ভট্ট। বলি এই কথার কথায় বলছি, এলে পরেই ইনি একবার জিজ্ঞাসা করেণ ভাল আছত,উনি একবার জিজ্ঞাসা করেণ ভাল আছত, এই এত যে লোকজন রয়েছে, তবু একবার তত্ত্ব নিয়েছেন কি, আছি কি গেছি, সখার দেখা হলেই সখা আর তা নইলেই ফকা।

রাজা। কেন হে; কোথাও গিয়েছিলে নাকি।

ভট্ট। তা যাবারি যোগাড় হয়েছিল বটে, কিন্তু ইচ্ছা হল না আবার বাধাও পোড়ল।

রাজা। কোথায় যাবার জোগাড় হয়েছিল।

ভট্ট। এই আপনারি মতন একজন রাজার কাছে।

রাজা। কোন্ রাজার কাছে হে।

ভট্ট। এই যম রাজা।

রাজা। হাঃ হাঃ হা;! তা গেলেনা কেন।

ভট্ট। আজ্ঞে হাঁ! আপনার সুবিধা বটে। কিন্তু ব্রাহ্মণীর দশা কি হবে।

রাজা। আমার সুবিধাটা কি।

ভট্ট। এই যুবরাজের বিবাহতে আমাকে ফাঁকি দেবেন, আর কি। তা যাহউক মহারাজ! বিবাহটা এত দূরদেশে দিলেন্ কেন। বাপ্! ছমাসের পথ।

মন্ত্রী। তা হলেই বা ক্ষতি কি তোমাকেত আর হেঁটে যেতে হবে না।

ভট্ট। উঁহুঁ বুঝলে না ভায়া, আমি তা বল্‌ছিনে।

মন্ত্রী। তবে কি।

ভট্ট। এই ব্রাহ্মণের ব্যবসাটা আর হবে না।

রাজা। হাঃ হাঃ হাত ডাকে পাঠিয়ে দেবে হে।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌ। মহারাজ অভিবাদন করি। কুমারের অন্বেষণে যে দূত গিয়াছিল, প্রত্যাগমন করেছে।

রাজা। শীঘ্র পাঠিয়ে দাও।

দৌ। যে আজ্ঞে মহারাজ।

(দৌবারিকের প্রস্থান)

রাজা। সচিব! কুমার ত আসেন নি।

মন্ত্রী। তাইত মহারাজ! দেখুন না দূত কি বলে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজের জয় হউক।

রাজা। দূত্! কুমারের সংবাদ কি।

দূত। মহারাজ! আমি সমস্ত দক্ষিণ রাজপুতনা অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও অনুসন্ধান পাইলাম না; স্থানে স্থানে পাঠান দস্যুদিগের ভগ্নশিবির ও দেখিলাম কিন্তু কুমার যে কোন্‌দিকে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা নিরাকরণ করিতে পারিলাম না?

রাজা। আচ্ছা, তুমি যেতে পার? (চিন্তিত হইয়া) তাইত মন্ত্রি! কি উপায়?

ভট্ট। তাইত মহারাজ! শুভকর্ম্মে দেরি পড়িল।

মন্ত্রী। মহারাজ! উপায় এখন কিছুই দেখতে পাইনা; কুমার কিম্বা সেনাপতি এই দুইজনের একজন না এলে তো আর সমরে প্রস্তুত হওয়া যেতে পারে না।

ভট্ট। (স্বগত) ও বাবা! এ আবার কি! (প্রকাশ্যে) ও মন্ত্রি মহাশয় আপনি কথা ভুলে যাচ্চেন কেন? কোথায় কুমারের বিবাহের কথা হচ্ছিল না আপনি সমর এনে ফেল্লেন। মহারাজও যেমন একটা বুড়ো মন্ত্রী রেখেছেন্, একটা কথা তাও ভুলে জান্।

রাজা। মন্ত্রীর বাতিক হয়েছে, তাই এলো মেলো বকচে।

মন্ত্রী। আরো এক পরামর্শ আছে।

ভট্ট। আর তোমার পরামর্শ দিতে হবে না।

রাজা। কি পরামর্শ মন্ত্রি ?

মন্ত্রী। আর্ একবার শেষ দেখলে হয়না।

রাজা। কি রকম্ ?

মন্ত্রী। আর একবার পত্র পাঠিয়ে দেখলে হয় না।

রাজা। (ক্রোধের সহিত) কি বল্লে মন্ত্রি! চন্দ্রবংশের অপমানকারীর সহিত পুনরালাপন। সখা যা বল্লেন তা বড় মিথ্যানয়, তুমি বুড়োহয়ে পাগল হয়েছ।

ভট্ট। আজ্ঞে মহারাজ। আমি কি মিথ্যা বলেছি।

মন্ত্রী। আজ্ঞে তা নয় মহারাজ তা নয় ? আমি বল্‌ছি কি যে একবার ভালকরে শাসিয়ে দেখা যাক্; যে হয় আমার প্রস্তাবে সম্মত হও না হয় সমরে প্রস্তুত হও ? দেখুন্ না তাতেই বা কি হয়; আর আমরাও, তদ্দিন সময় পাই ; আরও চাই কি এই অবসর মধ্যে, কুমার কিম্বা সেনাপতি উভয়ের একজন ফিরেও আসিতে পারেন।

রাজা। আচ্ছা যা ভাল হয় তাই করা যাবে ; কিন্তু এবার একজন বিচক্ষণ লোক পাঠাতে হবে।

মন্ত্রী। আজ্ঞে, হাঁ! একজন চতুর লোককে পাঠাতে হবে। আমাদের ভট্ট মহাশয়কে পাঠালে হয় না ?

রাজা। ঠিক বলেছ ; আমিও তাই মনে মনে আঁচছিলাম।

ভট্ট। কোথায় মহারাজ ?

মন্ত্রী। কুমারের সম্বন্ধ করিতে।

ভট্ট। হাঃ হাঃ হাঃ না হবে কেন! তাইত বলি তুমি কত বড় রাজার মন্ত্রী হে! মহারাজ, আমি এ কর্ম্ম ভাল পারব। মহারাজ আমার কবিত্ব শক্তি আছে তা জানেন ত? আমি কুমারের এমন রূপ বর্ণনা করব, যে রাজকন্যা আছাড় খেয়ে পড়বে না? তবে আর আমার নাম ভট্ট নারায়ণ কবিরত্ন মিছে?

রাজা। আচ্ছা তাই হবে, এখন চল আমরা আহার করিগে।

ভট্ট। (ভঙ্গিমা করিয়া) আজ্ঞে হাঁ এই যে, আমি আগেই উঠেছি?

"আহারেং বিহারেং চৈবং ত্যাক্তং লজ্জাং সদাং ভবেৎতেং এটা যে ঠিক্ হচ্চে না? খণ্ড তয়ের পর অনুস্বার দিলে কি হয়?"

রাজা। ওসব পরে শুদ্ধ করে নিও, এখন এস।

ভট্ট। আজ্ঞে আমিত আগিয়ে রয়েছি, আপনি এগোলেই হয়।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(উজ্জয়িনীর প্রমোদ কানন রাজা অজয়সিংহ ও মন্ত্রী গণপৎ শাস্ত্রীর পরিভ্রমণ।)

রাজা। পত্রের ভাব দেখিলেত? যবনের সহবাসে তার প্রকৃতি

ও যবনের মত হয়ে গিয়েছে ? নিজের কুলমান সকলি ত যবনের পদে সমর্পন করেছে ? এখন অপরকে লওয়াবার চেষ্টা ! কি দুরাকাঙ্খা ? সে উচ্ছিন্নগিয়েছে বলে কি সকলেই যাবে ? আবার প্রলোভন দেখান হয়েছে বাদসাকে সুপারিষ করে—আমাকে মর্য্যাদা প্রদান করিবেন্ ? আমি যেন একজন সামান্য তালুক-দার। আমার যেন মান মর্য্যাদা কিছুই নাই ? যে তাঁর দত্তমর্য্যাদা গ্রহণ করে আমি খ্যাত হ'ব। নরাধম ! কুলাঙ্গার ! যবনের ক্রীতদাসকে আমি ভয়করে চলব ? হয়ে কেন মরিনাই ? সচিব ! তুমি শিঘ্র যাও গিয়ে দুর্গসংস্কারের উদ্যোগ করগে। আর বীর ভ্রাতা বিজয়-সিংহকে একবার পাঠিয়ে দাওগে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ !

(মন্ত্রীর প্রস্থান)

রাজা। (স্বগত) তাইত ? এত একউৎপাত ? শুনেছি কুমার ইন্দ্রসিংহ অত্যন্তরণবিশারদ ও দুর্জ্জয় ! তা হ'লইবা ! আমার বীর প্রতাপ ভ্রাতা বিজয়সিংহ তাহার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে ! ইহার ও অতুল সাহস ও অসাধারণ ক্ষমতা ; আর আমার সৈন্যও কিছুকম নয় পরাজয়ের বিষয় কিছুই নাই, বরং জয়েরি সম্ভাবনা !

(বিজয় সিংহের প্রবেশ)

বিজ। মহারাজ অভিবাদন করি।

রাজা। এস ভাই এস ! যোধপুরের পত্রের বিষয় অবগত হয়েছ কি।

বিজ। আজ্ঞে, হাঁ মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট সমস্ত জ্ঞাত হয়েছি!

রাজা। দুরাচারের কি স্পর্দ্ধা দেখেচ? কি অহঙ্কার দেখেচ? "হয় আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, না হয় সমরে প্রস্তুত হও?" উঃ! কি অহঙ্কার! বিজয়, এখনি দুরাচারকে প্রতিফল দাও গে?

বিজ। মহারাজ! সে জানেনা যে, কালসর্পের মস্তকে পদাঘাত করেছে? আপনি অনুমতি করিলে, এখনি দুরাত্মার কেশাকর্ষণ করে আপনার পদে নীত করিব? সে যতই ক্ষমতাশালী হউক না কেন, আপনার চিরদাস বিজয়সিংহ তাহাতে ভীত নহে।

রাজা। সত্য বটে; তোমার বীরত্বের বিষয় আমার কিছুই অবিদিত নাই, এক গুর্জ্জর আক্রমণতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে,—কিন্তু তুমি একা, তাহারা দুই জন।

বিজ। হাঃ হাঃ হাঃ মহারাজ! দুজন কি, তেমন সহস্রজন হলেও বিজয়সিংহ তৃণবৎ জ্ঞান করে, কুমার ইন্দ্রসিংহ! সেটাত বালক, তার ক্ষমতা কি, কতকগুলা দস্যুকে তাড়া করিয়াই কি সে বীর আখ্যা পাইবে। তাহাকেত আমি সেনাপতির উপযুক্ত বলিয়া গণ্যই করি না। আর সেনাপতি অমর সিংহ! সে ত এক জন শিকারী, কতকগুলা বন্যপশুকে তাড়া করিয়া বেড়াইতেছে, তার আবার ক্ষমতা কি? মহারাজ! এ দাস কল্যই আপনার আদেশ পালন করিবে ও প্রতিজ্ঞ রক্ষা করিবে সংশয় নাই!

রাজা। ভাই! আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরজীবী হও, আর তোমার বাহুবলে যেন আমি অমরপতিকেও পরাজয় করিতে পারি ; তবে তুমি সমস্ত আয়োজন করগে, আমিও অন্তঃপুরে যাই।

বিজ। যে আজ্ঞে মহারাজ! অভিবাদন করি।

রাজা। দীর্ঘায়ু হও।

(রাজার প্রস্থান)

বিজ। (স্বগত) তাইত, রাজার কাছে হটাৎ মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল ; কি করি, মরি আর বাঁচি যেতেই ত হবে, মুখে যাহাই বলিনা কেন, কিন্তু কুমার ইন্দ্রসিংহ যে, তৃতীয় পাণ্ডবের ন্যায়, এক জন দক্ষসেনাপতি, তাহা সকলেই জানে, (চিন্তা করিয়া) তাও ত বটে সেত রাজধানীতে এখন নাই, ভগবান রক্ষা করিলেন, হাঃ হাঃ হাঃ তবে আর আমাকে পায় কে এখনি গিয়ে রাজাব্যাটাকে ধরে আনব।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(উজ্জয়িনীর রাজঅন্তঃপুরের-শয়নগৃহ রাণী ও সখীদ্বয় আসীনা)

রাণী। যাহাই হউক, একজন মানীলোকের অপমান দেখিলে

কার না দুঃখ হয় বল, আর দোষই বা কি। যোধপুরের রাজপুত্রের মতন, অমন জামাই কি আর কোথাও পাব ? আমি মহারাজকে এতকরে বুঝিয়ে বল্লুম কিন্তু আমার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, বরং আমার উপর রাগ করে উঠিলেন।

বসুমতী। আচ্ছা রাণীমা, শুনেছি, রাজকুমার না কি বড় যোদ্ধা তাঁর সঙ্গে কেহ পারে না, তবে রাজাকে ধরে আনিলেন কি করে।

রাণী। বসু! রাজারছেলে যদি রাজ্যে থাকিত, তাহলে কি আর ঠাকুরপো রাজাকে ধরে আনিতে পারে ? হায় ! এত রাজাকে ধরে আনা হয়নি, এ আপনাদেরি সর্ব্বনাশের বীজ রোপণ করা হয়েছে। সেই উদ্ধত বীরকেশরী এই পিতৃঅপমানের কি সহজ প্রতিশোধ লবে ? হায় ! আমার অদৃষ্টে যে কি আছে, তা বলিতে পারি না।

বিমলা। হ্যাঁ রাণীমা ! তা মহারাজকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বারণ কল্লেন না কেন, তাহলে কি, আর তিনি শুনিতেন না।

রাণী। বিমল, আমিকি তা বাকি রেখেছি, তিনি কি রীতের লোক, তুমি কি তা জান না।

বসুমতী। ঐ বুঝি মহারাজ আসচেন, আয় ভাই বিমল ! আমরা যাই।

(সখীদ্বয়ের প্রস্থান)

(রাজার প্রবেশ)

রাণী। (সসব্যস্তে দাঁড়াইয়া) আসুন নাথ, আপনারই

অপেক্ষায় এতক্ষণ সখীদের সঙ্গে বসে আলাপ করি-
তেছিলাম, আজ আপনার এত বিলম্ব হল কেন।

রাজা। প্রিয়ে! সকল দিন কি সমান হয়, রাজকার্য্যের গতি কখন কি উপস্থিত হয়, তা কি বলা যেতে পারে। প্রিয়ে! আমার বিলম্ব হওয়াতে যে অপরাধ হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

রাণী। নাথ! দোষী ব্যক্তিকে ক্ষমা করিলে, তাহার সে দোষ অপনীত না হইয়া বরং বৃদ্ধি পায়, আপনিই বলুন না কেন, আপনি কি অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া থাকেন।

রাজা। হাঃ হাঃ হাঃ! প্রিয়ে, তোমার নিকট আমি সর্ব্বদাই পরাজিত।

রাণী। নাথ! আপনার শশীকলার কি করিলেন? আরও কি তাহাকে রাখা যায়? তার বিষয় কি আর আপনার স্মরণ হয় না।

রাজা। প্রিয়ে! আমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত নাই, দ্রাবিড়, পাঞ্চাল, কোশল প্রভৃতি রাজ্যে ভাট পাঠাইয়াছি, অতি শীঘ্রই তাহারা প্রত্যাগমন করিবে।

রাণী। কাল শশীকে আমি ডাকিয়েছিলাম, তা বাছাকে দেখে আমার কষ্ট হইতে লাগিল, নাথ! আমাদেরও এক সময় ঐ রূপ গিয়েছে, তা আমরা যতটা অনুভব করিব, আপনি কিছু আর ততটা করিতে পারিবেননা, তা, যাহা হউক নাথ! আপনি এবিষয়ে একটু তৎপর

হবেন, হ্যাঁ নাথ! উদয়পুরাধিপতির প্রতি কি দণ্ড বিধান করিলেন।

রাজা। সম্প্রতি তাহাকে মানগড়ের দুর্গে রাখা হইল।

রাণী। নাথ! অনর্থক তাহার প্রতি এ অত্যাচার কেন করিলেন।

রাজা। প্রিয়ে! তুমি স্ত্রীজাতি, কেবল গৃহকার্য্যের বিষয়ই অবগত আছ, রাজকার্য্যের বিষয় তুমি কি জানিবে? আর তোমার ও সকল বিষয় আলোচনারি বা আবশ্যক কি, চল এক্ষণে বিশ্রাম করিগে চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(যোধপুর রাজপথ কুমার ইন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

কুমার। (স্বগত) এ কি হল! রাজধানী প্রবেশ করিতে আমার হৃদয় এত ব্যাকুল হয় কেন? কোথায় পিতা মাতা বন্ধু স্বজনের মিলনাশয়ে হৃদয় প্রফুল্লিত হবে, তাহা না হইয়া মনের ভাব এমন বিপরীতভাব হয় কেন? আমিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা, এমন সময়ে এস্থলে কত লোকের সমাগম হইত, আজ

এখনও এত নির্জ্জন কেন? এইযে, কে একজন এই দিকেই আসচেন ?

(একজন নাগরিকের প্রবেশ)

নাগরিক। একি রাজকুমার ! (রোদন করিয়া) হায় ! কুমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

কুমা। (ব্যস্তভাবে নাগরিককে ধরিয়া) কি হয়েছে, কি হয়েছে তুমি রোদন কর কেন, আগে কি হয়েছে বল না, মহারাজের মঙ্গল ত ? (স্বগত) আমার হৃদয় কি তাই এত ব্যাকুল হয়েছিল।

নাগ। (অতিশয় রোদন করিয়া) কুমার ! —বলতে—পাচ্ছিনে —সর্ব্বনাশ হয়েছে।

কুমা। তোমার কিছু অমঙ্গল হয়েছে কি।

নাগ। আজ্ঞে না কুমার (রোদন)।

কুমা। কি আপদ, তুমি বলবেও না আর কেবল রোদন করবে

নাগ। আজ্ঞে মহারাজ নাই, নিয়ে গিয়েছে, (রোদন)।

কুমা। (চমকিত হইয়া) কি বল্লে, পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়েছে পিতা কি আর জীবিত নাই, হা পিত ! কোথায় গেলে (পতন ও মূর্চ্ছা)।

নাগ। (শীঘ্র কুমারকে ধরিয়া ও নাড়াদিয়া) হায় ! আমি কি করিলাম কি করিলাম (উরূতে চপটাঘাত)।

(দ্রুতপদে নাগরিকের নিষ্ক্রমণ ও অপর নাগরিকের সহিত পুনঃপ্রবেশ)

২য় না। (তালবৃন্ত দ্বারায় ব্যজন ও জলের ছিটা দিয়া কুমারের মূর্চ্ছাপনোদন) কুমার একি ! আপনার এ অবস্থা কেন।

কুমা। হায়! এত দিনে তোমরা প্রজাবৎসল রাজাকে হারাইলে।

২য় না। কেন কুমার! মহারাজকে হারাব কেন, যখন আপনি আসিয়াছেন্, তখন আমাদের সকল আশাই পুনর্জীবিত হল; কেবল আপনি না থাকাতেই এই শোচনীয় ঘটনা হয়েগিয়েছে বইত নয়।

কুমা। (চমৎকৃত হইয়া) কি আমি না থাকাতে, তবে কি মহারাজের পীড়ার কোন প্রতীকার লওয়া হয় নাই! সচিবেরা কি কেহই ছিলেন না, তাঁরা কি ইচ্ছা-করিয়া মহারাজকে অচিকিৎসায় মেরে ফেলেচেন?

২য় না। (চমৎকৃতহইয়া)একি কুমার, আপনি কি বলিতেছেন মহারাজের ত সে সকল কিছুই হয় নাই, (প্রথম নাগরিকের প্রতি) কি হে তুমি কি বলেছ।

১ম না। আঁ আঁ আঁ আমি আমি।

কুমা। তবে কি পিতা জীবিত আছেন? কুশলে আছেনত, তবে তিনি নাই কি বলছিলে, নিয়া গিয়াছে কি বলছিলে আর শোচনীয় ঘটনাই বা কি, আমিত তোমাদের কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না,

২য় না। কুমার! ঐ মূর্খ আপনাকে ভ্রমে পতিত করিয়াছিল।

কুমা। কি, তুমি স্পষ্ট করিয়া বল।

২য় না। কুমার; আপনি পাঠান দস্যুদিগের দমনার্থ বহির্গত হইলে মহারাজ শুনিলেন যে উর্জ্জয়িনীর রাজকন্যা অসামান্যা রূপবতী ও গুনবতী, তা তিনি কুমারের উপযুক্ত পাত্রী বিবেচনায় একজন দূতকে সম্বন্ধ করিবার

জন্য উর্জ্জয়িনী প্রেরণ করিলেন, ইহাতে উজ্জয়িনীর রাজা আপনার পিতাকে অযোগ্য তিরস্কার করিয়াছে।

কুমা। কি পিতাকে তিরস্কার! তার পর।

২য় না। পুনরায় মহারাজ তাঁহাকে পত্র লিখেন, যে হয় প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হও নচেৎ সমরে প্রস্তুত হও।

কুমা। হুঁ তার পর।

২য় না। তার পর সেই পত্রবাহক আর পুনরায় প্রত্যাগমন করিল না সহসা এক দিবসরাত্রে নগর আক্রমিত হইল

কুমা। (সতেজে) কি নগর আক্রমিত হইল! তার পর।

২য় না। (শিরে আঘাত করিয়া রোদনস্বরে) তার পর, শুনিলাম উজ্জয়িনীর রাজভ্রাতা বিজয়সিংহ" রাজপুরী আক্রমণ করিয়া, মহারাজকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছে

কুমা। (ক্রোধে কাঁপিতে২) কি দুরাত্মা বিজয়সিংহ! সূর্য্যবংশীয় রাজপুতাধিপতির প্রতি অত্যাচার, মহারাজ যোধপুরাধিপতির অপমান, কুমার ইন্দ্রসিংহের পিতার বন্ধন, রে পামর! আর তোর নিস্তার নাই তুই কালসর্পকে আঘাত করিয়াছিস্ তোর ও কাল সন্নিকট। তুই জানিস না দিল্লীশ্বর কার বলে বলী হইয়াছে? আমি বালক নই, আমি সতেজ ক্ষত্রিয় জাতি; ক্ষত্রিয়নারী নিস্তেজ মাংসপিণ্ড প্রসব করেন নাই। আমি সহায় চাই না, সৈন্য চাই না, আমি কাকেও চাই না। আমি এই সর্ব্বসমক্ষে ভগবান সূর্য্যদেবকে সাক্ষ্য করিয়া, শ্লাঘার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি একাকীই সেই দুরাত্মা নরাধমের

মস্তক ছেদন করিয়া সেই পাপারক্তে রাজপুত লক্ষ্মীর ললাটের সিন্দুররাগ বর্দ্ধিত করিব। (তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া) এই তরবারি নিষ্কোষিত করিলাম, এই তরবারিই আমার সহায়, এই তরবারিই আমার অস্ত্র, এই তরবারিই পামরের কাল কৃতান্ত। এখনই দুরাত্মার শোণিতে ধরাতল অভিষিক্ত করিব। আর অপেক্ষা সহেনা আমি চলিলাম।

(বেগে নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয়াঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(উজ্জয়িনীর প্রমোদকানন রাজকন্যা শশীকলা ও সখিগণ শিলোপরে উপবিষ্টা)

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

শশী কি হবে গো আমার?
ভাবিয়ে স্বপনে মনে, হেরি সব অন্ধকার।
কি জানি কি অমঙ্গল, বিধাতা ঘটাবে বল,
না জানি কি অভাগির, কপালে আছে এবার॥

প্রিয়। প্রিয়সখি! এখন বিমর্ষ, না সখি অমন করে যদি থাক

তা হলে আমরা মনে কষ্ট পাব, একটা স্বপ্ন দেখে, কি এত বিমর্ষ হতে আছে ; স্বপ্নে কে কি না দেখে।

শশী। সখি! আমার মন আর কিছুতেই স্থির হচ্চে না, আমার হৃদয় যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

প্রিয়। তুমি ভাই মনে কেবল সেই বিষয় নিয়েই তোলা পাড়া করচ, তাইত অমন হচ্চে। আমিত তোমাকে সেই অবধি বারণ করচি, যে তুমি ও সকল আর ভেবনা।

শশী। সখি। আমি কি ইচ্ছা করে ভাবছি. ভাবনা আপনিই আসে, মনের গতিকে কি রোধ করিতে পারা যায় ; সখি সেই অমঙ্গল স্বপ্ন দেখে অবধি আমার মনে যে কতই দুর্ভাবনা হচ্চে তা আর বলিতে পারিনে।

(ক্রন্দন)

(গীত) রাগিণী খাম্বাজ তাল একতালা।

প্রিয়। মিছে কেন ভাব সখি কর শোক সম্বরণ।
না হয় ভাবিলে কভু ভাবনারি বিমোচন॥
স্বপন অলীক সব, বাতিকের প্রভাব,
স্বপনেতে হয় সখি অঘট ঘটন॥
ডাকহ ভবানীপতি, হবে তব শিব গতি
সব অমঙ্গল সখি হবে তব নিবারণ॥

সখি ভগবান ভবানীপতিকে স্মরণ কর সকল অমঙ্গল যাবে, ভেবে কি করবে বল ? লোকে জেনে শুনে যদি সাপের গর্ত্তে হাত দেয়, যদি কারও নিবারণ না মানে, সেত আর অপরের দোষ হয় না; যুবরাজ তোমার পিতার উপরেই ক্রুদ্ধ হবেন, তোমার উপরে কেন ক্রুদ্ধ হবেন, বরং তোমার মুখ চেয়ে তোমার পিতাকে ক্ষমা করবেন।

শশী। (সরোদনে) সখি! আর কি অভাগিনীকে যুবরাজ চেয়ে দেখবেন, আর কি এ দুঃখিনীর তমোময় হৃদয়াকাশে সে সুখশশি উদয় হবে? সখি! যদি হৃদয়নাথ এ অভাগিনীর প্রতি বিমুখ হন, তা হলে সখি, এ জীবন আর রাখিব না।

প্রিয়। ছি সখি! ও সকল অমঙ্গল কথা কি বলতে আছে তুমি দেখো দেখি তোমার হৃদয়নাথ কখন তোমার প্রতি প্রতিকূল হবেন না।

বিমা। প্রিয়সখি! চল আমরা ঐ সরোবরতীরে যাই।

প্রিয়। তোমরা যাও আমি একবার আসচি?

(প্রিয়ম্বদার প্রস্থান)

বিমা। চল সখি আমরা ঐ দিকে যাই।

শশী। হ্যাঁ সখি চল।

(উভয়ে সরোবরের দিকে গমন)

(বৃক্ষান্তরালে দুইজন পাঠান দস্যুর প্রবেশ)

১ম-দ। এইবার হয়েছে হে? ঐ ফটকের কাছে যাচ্চে।

২য়-দ। চলনা আর দেরি কচ্চিস কেন।

১ম-দ। খাঁ সাহেব কি বলে দিয়েছে মনে আছে ত।

২য়-দ। সব মনে আছে, আর দেরি করিসনে, এইবার চ।

১ম-দ তুই কোনটাকে লিবি।

২য়-দ যেটা হোক একটাকে নেব, ওর আর এটা ওটা কি তুই ও পাবিনে আর আমিও পাবনা, আমরা শালারা বয়ে মরব, আর তারা মাল মারবে।

১ম-দ। তাদের দিয়ে কাজ নাই আমরা নিয়ে মুলুক যাই চ।

২য়-দ। হাঃ হাঃ হাঃ ; তা হলেত বড় মজাই হয়।

১ম-দ। তাকি আর হবার যো আছে, খাঁ সাহেব এসে ঐ মোড়ের উপর দাড়িয়ে আছে।

২য়-দ। আর দেরি করিস কেন, চ-না।

(উভয়ের প্রস্থান)

শশী। সখি, সন্ধ্যা হয়ে গেল এইবার যাই চল।

বিলা। হ্যাঁ সখি, চল।

(উভয়ে গমনোদ্যত ও সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে দুইজন দস্যু আসিয়া উভয়কে স্কন্ধে করিয়া লইয়া পলায়ন)

(অপর দিক দিয়া প্রিয়ম্বদার প্রবেশ)

প্রিয়। কই কাকেও যে দেখ্‌তে পাচ্চিনে, বুঝ্‌তে পেরেছি, আমাকে দেখে লুকোন হয়েছে (চারি দিকে অন্বেষণ করিয়া) কই কেহই নাই যে, এরি মধ্যে কোথা গেল ?

দেখি, একবার ডেকে দেখি (প্রকাশ্যে) ও বিলাস! বিলাস! ও প্রিয়সখি! (স্বগত) কই? তবে বাড়িতেই গিয়েছে, যাই।

(প্রস্থান)

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(উজ্জয়িনীর রাজসভা বিমর্ষভাবে রাজা, মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ আসীন)

(দুইজন দূতের প্রবেশ)

দূত দ্বয়। মহারাজের জয় হউক!

মন্ত্রী। রাজকুমারীর কিছু সন্ধান পেলে কি?

দূত দ্বয়। না মন্ত্রি মহাশয়! আমরা চারিদিকে দেখলাম কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পেলাম না।

রাজা। (ক্রন্দনস্বরে) হা বংশে শশীকলে! হা নন্দিনি! তোম

কোথায় গেলে, কে আমার সর্ব্বনাশ করিল? তুমি আমাদের একমাত্র আশালতা, যে আশালতা ধারণ করিয়া আমরা এই সংসারবৃক্ষে আরোহিত রহিয়াছি যে আশালতা অবলম্বন করিয়া সংসারের সুখসীমা প্রাপ্ত হইব মানস করিয়াছিলাম, হা বিধাতঃ! আমাদিগের সেই একমাত্র সন্ততিরত্ন জীবনসর্ব্বস্বকে কে হরণ করিল। হা বৎসে! তোমাবিহনে তোমার জনক জননীর কি দুর্দ্দশা হইয়াছে দেখ। হায়, তোমার জননী বৎসহীনা কুরঙ্গিণীর ন্যায় অনাহারে ধূল্যবলুণ্ঠিতা হয়ে রোদন করিতেছে সে কি তোমাবিহনে আর জীবিত থাকিবে।

মন্ত্রী। মহারাজ! শোক সম্বরণ করুন। এত উতলা হবেন না, আরও ত অপরাপর লোক গিয়েছে, ভাল তারা আগে আসুক, না হয়, মহারাজ আরএক কর্ম্ম করিলে হয় না?

রাজা। আর কি কর্ম্ম মন্ত্রি।

মন্ত্রী। একবার সেনাপতি মহাশয়কে পাঠালে হয় না?

রাজা। উত্তম পরামর্শ, দূত! সেনাপতি মহাশয়কে বলগে আমি স্মরণ করেছি।

দূত। যে আজ্ঞে মহারাজ!

(দূতের প্রস্থান)

মন্ত্রী মহারাজ! আমার বোধ হচ্চে যে এ পাঠান দস্যুদিগেরই কর্ম্ম; তা নাহলে মানুষ চুরি আর কে করবে?

রাজা। আমারও তাই বোধ হয়, হায়! না জানি তারা কত যন্ত্রনাই দিচ্ছে।

মন্ত্রী। আমিত মহারাজকে পূর্ব্বেই বলেছিলাম, যে রাজকুমারীকে আর প্রমোদউদ্যানে রাখবেন না, কারণ দস্যুভয় অত্যন্ত হয়েছে। তা আপনিত আমার কথা শুনলেন না!

(সেনাপতি বিজয়সিংহের প্রবেশ)

বিজ। মহারাজ! অভিবাদন করি।

রাজা। (করুনস্বরে) হায় বিজয়! আমার কি হল!

বিজ। মহারাজ শান্ত হউন। কুমারীকে অবশ্যই পাওয়া যাবে আমি সেনাগণকে স্থানে স্থানে পাঠিয়েছি তারা এখন কেহ ফিরে আসে নাই।

রাজা। বিজয়, সে আমার কন্যা বটে কিন্তু তুমি তাকে যত ভালবাস, যত স্নেহকর, আমিও তত করি না; তা আমি বলি কি, তুমি নিজে একবার গেলে ভাল হয়না, কারণ দস্যুদিগের অনুসন্ধান করা বড় সহজ কর্ম্ম নয়।

বিজ। যে আজ্ঞে মহারাজ! রাজ্য অরক্ষিত রেখে যাওয়াটা ভাল বিবেচনা করেন কি?

রাজা। তার জন্য চিন্তা নাই।

বিজ। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(বিজয়সিংহের প্রস্থান)

চতুর্থাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(উজ্জয়িনীর রাজপথ বিজয়সিংহের প্রবেশ)

বিজ। (স্বগত) তাইত মহারাজ আমাকে যেতে বল্লেন কি করি নগর শূন্য রেখে গেলে বিপদের সম্ভাবনা আর না গিয়েই বা করি কি। রাজা ও রাণী কন্যার শোকে যে রূপ কাতর হয়েছেন, যদি তাকে না পান তা হলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করবেন। আহা, তাত হতেই পারে ঐ একমাত্র সন্ততিই তাঁদের জীবন, বৃক্ষের ফল বইত না; তাকে হারা হয়ে যে আর সুখ ভোগে ইচ্ছা হবে, তা কখনই সম্ভবে না, হয় প্রাণ ত্যাগ, না হয় রাজ্যত্যাগ, এই দুয়ের এক হবেই। (পরিভ্রমণ করিয়া) আমি কি মূর্খ এতে যে আমারি সুবিধে, আর আমি এতক্ষন কি ভেবে ভেবে মচ্ছি আমার মতন মূর্খ ত আর এ ভূভারতে নাই। আমি স্বয়ং ক্ষমতাশালী হয়ে, একজনের দাস্যবৃত্তি করি কেন? কি ভ্রম! আর মিছেমিছি কাকেইবা খুজ্‌তে যাব। এ বয়সে রাজার যে সন্তানসন্ততি হবে তারতো আশাই নাই, তবে আর কেন (আহ্লাদে সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে) এবার আমারইত পোয়া

বার দেখছি বিজয় সিংহই, তো এবার রাজা। হাঃ হাঃ হাঃ! বিজয়সিংহ আর সেনাপতি নয়, হাঃ হাঃ হাঃ! এবার মহারাজ বিজয়সিংহ।

(তরবারি উত্তোলন করিয়া বীর দর্পে কুমার ইন্দ্র-সিংহের প্রবেশ)

কুমা। মহারাজ বিজয় সিংহ! ইন্দ্রসিংহ, এবে—
সাদরে তোমারে আজি পরাবে মুকুট,
বসাবে তোমারে আজি নরক আশনে।
রে দুরাত্মা নরাধম! এখনো চেতনা?—
অপমান করিয়াছ বৃদ্ধ সিংহরাজে—
জাননা, কৃতান্ত সম শাবক তাহার
জীবিত রয়েছে, এই ভারত মাঝারে।
কাপুরুষ! ক্ষত্রাধম! পামর! জারজ!
বীর তোরে কেবা বলে, দস্যাধম তুই।
শিখাইব আজি তোরে বীরত্তা কেমন,
লয়ে পাপ মুণ্ড তোর, করিব অর্পণ
পূজ্য পিতৃপদে; তবে হবে প্রতিশোধ,
সূর্য্যবংশ অপমান, শৃগাল হইতে।
করেছি প্রতিজ্ঞা, আজি পালিব যতনে—
জগতে দেখাব আজি ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা;
ভীম যথা করেছিল, দুঃশাসন বধে।
এইরে কৃতান্ত আজ, ধরিনু সবলে;
পাতিত করিতে তোর মুণ্ড ধরাতলে;
সাধ্য থাকে রক্ষা কর।—

(তরবারি উত্তোলন করিয়া বিজয়সিংহের প্রতি প্রহার, পরস্পর প্রহার করিয়া কুমারের শেষ আঘাতে বিজয়সিংহের মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূমে পতন্)

কুমার। (বিজয় সিংহের ছিন্ন মস্তক হস্তে করিয়া)
দেখুক জগতে।—
কেমনে পালিতে হয়, ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা,
কেমনে শোধিতে হয়, পিতৃ অপমান,
ক্ষত্রিয় বীজের তেজ কেমন প্রখর ;
কিরূপে করিতে হয় বংশ মান রক্ষা।
এই যে পামর মুণ্ড দেখিছ সকলে,
দেখাইব, লয়ে আজ ক্ষত্র কুলাঙ্গারে,
যার বলে বলী ছিল উজ্জয়িনীরাজ ;
আলিঙ্গীতে দিব তারে এই ছিন্ন মুণ্ড।
লইব পামরে আজ বান্ধিয়া শৃঙ্খলে,
সমর্পিব মহারাজ যোধপুরেশ্বরে,
ভাসাইব রক্ত স্রোতে উজ্জয়িনী আজ ;
অটবী করিব এই নগর সুন্দরে।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(উপত্যকায় পাঠান দস্যুপতির শিবির দস্যুপতি বরকন্দাজ খাঁ ও সহকারি নায়ক তেজ খাঁ আসীন)

বর। দেখ তেজ, তোমারই ফতে। যাই হোক, কালাই হোক, আর সাফাই হোক, ভোগ কত্তে পাচ্চ ত? আমার নসিব, যে কি বদ, তা আর বল্‌তে পারিনে। আজ প্রায় এক চাঁদ হল, এখনও আমি ছুঁড়িটাকে দোরস্ত কর্ত্তে পাল্লাম না। আল্লা আমার উপর যে কেন এত নারাজ, তা বল্‌তে পারিনে; হাঃ আল্লা! আমি তোমার কি গুনা করেছি।

তেজ। বলি খাঁ সাহেব, তুমি পীরের সিন্নি মান।

বর। ওরে তেজ, আমি কি কিছু বাকি রেখেছি—আমি ফকিরকে ডাকায়ে বলে দিয়ে ছিলাম যে তুমি দরগায় দোয়া মাঁগ, আমার কাম হাসিল হলে তোমাকে খুব খুসি কর্‌বো। ফের কাল সাঁঝের বেলা, আমি দরগায় গিয়ে ছিলাম, ফকিরকে বল্লুম যে কৈ মিয়া, তুমি কি কর্চ্চো, কিছু ফয়দা দেখতে পাইনে যে? তা ফকির বল্লে যে, "খাঁ সাহেব আমি তোর তরে রোজ শাম সুবেতে পিরের কাছে দোয়া মাঁগি, তা কাম তোমার হাসিল হবেই হবে, আজ না হয় দুদিন পরে ও হবে,"—দেখি, এখন আল্লার মনে কি আছে।

তেজ। তা হবে বৈকি, হবে নাত আর যাবে কোথা; ঐ

আশমানকে একটু সমজাতে বলে দিওনা, তা হলেই হবে !

বর। সমজাতে কি আর বাকি করেছি, আশমান্‌কে আমি তার হাল সব পুছেছিনু ? তা আশমান আমাকে বল্লে যে "আমার হাতে খানাখায়না, আমার হাতে গোছল লেয় না কেবল দিন রাত মাতম, করে, আর ছাতি পেটে।"

তেজ। এক দিন শরাব পেলায়ে দাওনা।

বর। হা আল্লা ! সে পানিই পেয় না, আবার শরাব।

তেজ। না হয় আখেরে জবরদস্তি।

বর। কাজেই —তোমারটি কেমন।

তেজ। কথায় কাজকি, হেঁদুতে যে এমন রঙ্গিলা আছে তা আমি জানতেম না।

বর। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) যাহোক ভাই তোমারি জোর নসিব।

তেজ। এই যে, আশমান আশ্চে ?

(আশমানের প্রবেশ)

আশ। আদব হজুর, এই যে, ছোট হজুর কতক্ষণ, আদব।

তেজ। এই তোমারি জন্যে এসে বসে আছি, বলি আশমান কেমন আছে একবার দেখে আসি, খাঁ সাহেব, আমাদের সেই আশমান।

আশ। হুজুরের মেহরবানি।

বর। তবে আশমান, কি খবর, বল।

আশ। জি হজুর, খবর সব ভাল।

বর। হাঃ হাঃ হাঃ আল্লার কোদ্‌রৎ, তবে যাব কি ?

আশ। জী না হজুর, এখন নয়, বিবির দিল্ একটু শাবুদ হোক্, তার পর আমি হজুরকে খবর দেবো।

বস্থ। আশমান! তোমাকে আর কি বখশিষ করবো, আমিত তোমারই আছিই, তা ছাড়া এই ছোট মিয়াকে তোমার সঙ্গে নিকে দেলাম, কেমন? হাঃ হাঃ হাঃ! এই লও আশমান, তুমি আমাকে খোস্ খবর দিয়েছো, তোমাকে আমি এই জওহারের আংটী দিলাম। যে দিন আমি তাকে পাবো, সে দিন তোমাকে মতির হার দেবো!

আশ। জি হজুর, বান্দীত বরাবরই তাঁবেদার আছে সেকারে সেই বামনের ছোকরিকে কেমন তালিম দিয়ে ঠিক করে দিয়ে ছিনু।

তেজ। আচ্ছা খাঁ সাহেব, তুমি যে মিরাটে এক ছোকরিকে পেয়ে ছিলে, সে কোথা গেল?

আশ। ঐ গোলাপি।

বস্থ। মিরাটে, রুস্তম বোলে আমার এক বেটা চাকর ছিল, সে তারি সঙ্গে পালিয়ে গেল।

তেজ। তা, তার আর তল্লাস করলে না।

বস্থ। কি আর তল্লাস করব, গেল গেল—ছেঁড়া যুতো বইত নয়।

আশ। তবে হজুর, এখন আমি—

বস্থ। হাঁ এস, কিন্তু যত জলদি পার—বুঝলেত?

আশ। জি হজুর, আমাকে আর বলতে হবে না। (সেলাম করিয়া প্রস্থান)

তেজ। তবে হজুর, আমিও—

বর তা কাজেই, তোমার ফুলে মাচি বস্‌চে।

চেম। হাঃ হাঃ হাঃ, তবে হুজুর আদব।

বর। চল আমিও যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(দস্যুগৃহে শশী-কলার বিলাপ)

শশী। (রোদনস্বরে) রাঃ পাহাড়িয়া। তাল আড়াঠেকা।
হায় রে দারুণ বিধি এই কি ছিল তোর মনে।
ভাসাইলি দুঃখার্ণবে অবলা সরলা জনে॥
এত যদি ছিল মনে, কেনরে দিলিনে বনে,
তাহা যে সহিত প্রাণে এ অভাগিনীর রে।—
দুরন্ত পিশাচগণে, দিতেছে যাতনা মনে,
সহেনা ত আর প্রাণে চির দুঃখিনীররে।—
ওরে বিধি নিদারুণ, হরে নেরে এ জীবন,
তাহলে এ অভাগিনী-জুড়াবে তাপিত প্রাণে॥

(আশমানের প্রবেশ)

আশ। সাজাদি তুমি রাত দিন এমন মাতম কর কেন? তোমার কি এখানে কিছু দুঃখ হচ্চে; এমন আরা-মেতে পাহাড়ের উপর রয়েছ,তবু কি তোমার পেরে-শানি ঘোচেনা। অমন সোনারচাঁদ খশম তাকে তুমি দেখতে পার না। এমন সব আমির ওমরাও, নবাব সুবোকে তোমার পছন্দ হবে কেন, তোমাদের

মাড়োআড়িই ভাল। যাদের গায়ের বোটকা গন্ধতে ভূত পালায়,—আমার কথা শোন, ও সকল ছেড়ে দাও; আর গম হয়ে থেকনা; দিল সাবুদ কর। খাঁ সাহেবের সঙ্গে খুব খুসির হালে বাতচিত কর তাহলে সুখে থাকবে। নাহক আপনা আপনি কেন হায়রান হও।

শশী। আশমান! এখানে আমার দুঃখ জানাবারো কেউ নাই, আর দেখবারো কেউ নাই, আমার অন্তরে যা হচ্চে তা সেই সর্ব্বান্তর্যামী জিনি তিনিই জানেন, তুমি কি জান্‌বে বল দেখ আশমান! তোমাকে মিনতি করি, তোমার পায়ে ধরি (পদ ধারণ) আমাকে আর যন্ত্রণা দিও না। তুমি আমাকে একটু বিষ কিম্বা এক খানি অস্ত্র এনে দাও তাহলে তুমি আমার বন্ধুর ন্যায় কার্য্য কর্‌বে। এই লও আমার এই সমস্ত গহনা তোমাকে দিচ্চি, এতে তোমার যথেষ্ট উপকার হবে, তোমাকে মিনতি করি, আমাকে এই দুইয়ের এক এনে দাও; আমি বল্‌চি এতে তোমার পাপ হবে না, বরং তোমায় ঈশ্বর মঙ্গল কর্‌বেন।

আশ। তোমার নশিবে দুঃখু আছে, তা কে ঘোচাবে বল। আচ্ছা তুমি বোস, আমি তোমার দাওয়াই আনচি। (স্বগত) আমার যা করবার তা ত কল্লুম; কিন্তু কিছুই কত্তে পাল্লুম না। যাহোক্ বহুৎ বহুৎ মেয়ে মানুষ দেখেছি,—কতো শতোকে বার করেচি, কিন্তু এমন কড়া মেজাজের আওরৎ আমি দেখি নাই। যাই একবার খাঁ সাহেবকে বলিগে তিনি যা হয় করবেন্। (প্রস্থান)

শশী। (করুণস্বরে) হা বিধি! তোমার মনেকি এই ছিল! দুঃখিনী রাজকুলে জন্মগ্রহন করিয়া, দস্যু কারাগারে এই যন্ত্রনা ভোগ করিতে হইল। হা পিতামাতা তোমরা কোথায়! তোমাদের দুঃখিনী সন্ততী দস্যু-হস্তে পতিতা হয়ে—যে কি নিদারুণ যন্ত্রনা ভোগ কচ্চে তা তোমরা কিছুই জাননা। হা জীবি-তেশ্বর! এ চিরদুঃখিনী একমাত্র তোমাকেই প্রাণ, মন সমর্পন করেছে। হা নাথ! তুমি বিনা এ অভাগিনীর আর কেহই নাই, অভাগিনী বাল্যকাল হ'তে "বীর" পতি লাভ মানসে ভগমান ভূত-নাথের আরাধনা করিয়া তোমাকেই মনে মনে মাল্য অর্পন করেছে। যে দিন দৈব দুর্য্যোগে বিতাড়িত হয়ে আপনি অধিনীর নৃত্যশালায় পদার্পন করেন, সেই দিনেই অধিনী প্রাণ, মন, দেহ সমস্তই তোমার চরণে অর্পণ করেছে। হা নাথ! দুঃখিনীর পিতাই শত্রু হয়েছে, এ চির দুঃখিনী অবলা তোমাকে বই আর কিছুই জানেনা। তুমিই, অবলার সম্পত্তি, তুমিই অবলার সহায়। হৃদয়বল্লভ! বীরপত্নি হয়ে সামান্য দস্যুহস্তে অপমানিত হতে হচ্চে?

(দস্যুপতির প্রবেশ)

দ-প। (স্বগত) আহা! এ চাঁদের কি তুলনা আছে? দিল্লির বাদশাহের ফুলবাগে এমন ফুল আছে কি না সন্দেহ? (প্রকাশ্যে) শাহাজাদী, তোমার গোলাম হাজির হয়ে আদব জানাচ্চে।

শশী। (সরোদনে) দস্যুপতি! তোমাকে মিনতি করি,

তোমার পায়ে ধরি আমি সহায়হীনা অবলা, আমাকে আর যন্ত্রনা দিও না। জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তুমি আমাকে নিষ্কৃতি দাও।

দ-প। সুন্দরি! "দস্যু" কথাটা বাতিল করে সেরেফ্ "পতি" বলে ডাক। কাকে ছেড়ে দিব সুন্দরি, আমার জানকে ছেড়ে দিয়ে আমি কি আর বাঁচব। সুন্দরি, যে তোমার জন্যে সকল কাম কাযে রেহাই দিয়ে কেবল দিন রাত ঐ গুল্ বদন এয়াদ কচ্চে, তার প্রতি এত নারাজ কেন। তোমার দুঃখু কিসের বিবি, আমি গোলাম্ হাজির্ থাকতে তোমার দুঃখু কিসের। তোমার আরামের জন্যে আমি আর কি করব বল, হুকুম করিলে গোলাম এখনি তাহাই হাজির্ করবে।

শশী। খাঁ সাহেব, তুমি ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া প্রতিজ্ঞা কর, যে আমি যাহা চাহিব তুমি তাহাই দিবে?

দ-প। হাঁ বিবি, গোলাম তাহাই হাজির করবে [illegible] কোথাও যাইতে দিব না, [illegible] দিব না, তা ছাড়া আর সব দিব।

শশী। আচ্ছা খাঁ সাহেব, তুমি আমাকে আর কিছু দিন [illegible] দাও এই আমার প্রার্থনা।

দ-প। সুন্দরি! আর কিছু দিন কি, [illegible] একদিন, কিম্বা আর এক ঘড়ি, তোমাকে না পেলে আমার ম[illegible] আর কেন সুন্দরি দফে দফে আমাকে [illegible]

আমার কাছে এস ; তোমার ও গুলবদনের বোছা-লিয়া আমার পেরেশান জান্‌কে ঠাণ্ডা করি।

(শশীকলার নিকটে গমন)

শশী। ([illegible] দস্যুপতির [illegible]র। (প্রকাশ্যে দাগ্রত্তার [illegible] খাঁ সাহেব [illegible] পায়ে ধরি, তোমাকে [illegible] এক দিন সময় দাও ; আমি বল্‌চি, আমি তোমারই হইব। আজিকার দিন আমাকে ক্ষমা কর।

দ-প। (স্বগত) কি করি, একটা দিন ; আমার ত হবেই,— যাগ্‌গে না হয় আর এক রোজ বই ত নয়। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বিবি, যখন জবান্‌ দিয়েছ,—আর এক দিন তোমাকে রেহাই দিলাম, কিন্তু কাল আমি আর কোন ওজর শুন্‌ব না। (দ্বারের নিকট যাইয়া) সুন্দরি তবে এখন আদব্ জানাই। (প্রহরীর প্রতি) মহি-পৎ, খুব হুঁসিয়ারে থাকবে। (দস্যুপতির প্রস্থান)

(আশমানের প্রবেশ)

আশ। সাহাজাদি, আপনার দেশীয় সখি বিলাসবতী এসেছে ; আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাচ্চে, হুকুম হয়ত আ—

শশী। না, আমি সে পাপীয়সীর সহিত দেখা কর্‌তে চাই না। তোমরা আমাকে আর বিরক্ত কোর না, আমি একটু বিশ্রাম ক'র।

(আশমানের প্রস্থান)

ষষ্ঠাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(উপত্যকাস্থ নিবীড় বন—কুমার ইন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

কুমা। (স্বগত) একি, অন্যমনস্ক হইয়া এ কোথায় আসিলাম্। এ যে নিবিড় বন দেখ্‌ছি। না, বিধাতা আমাকে উত্তম স্থানেই আনিয়াছেন; এখন এই আমার উপযুক্ত স্থান। (বৃক্ষতলে উপবেশন) রে হতবিধে! তোর মনে কি এই ছিল, আমি যাহার জন্য প্রবল সমর-সাগর উত্তীর্ণ হইলাম, শত শত জীব হত্যা করিলাম, যাহার জন্য পূজ্যপাদ পিতার অপমানকারীকেও জীবন দান করিলাম্। যাহার জন্য উদ্ধারিনীকে নির্ম্মমুয়া করিলাম না, যাহাকে এই পাষাণ হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া জীবন উৎসবের প্রতিমা-রূপে প্রতিষ্ঠা করিলাম, যে আশা লতা ধারণ করিয়া মানব জীবনের সুখ-সীমা অতিক্রম করিবার মানস করিয়াছিলাম, আমার সেই জীবনপ্রতিমা অপহরণ করিলি? আমার যতনে রোপিত আশালতাকে সমূলে উৎপাটন করিলি? হায়! আমার সকলি পণ্ডশ্রম হইল। রে হত বিধে! যে নয়নানন্দদায়িনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী আমার হৃদয়-[illegible]রে প্রতিবিম্বিত রতি-[illegible]মার হৃদয় সত্ত্ব তুই [illegible] তাহাকে অপহরণ [illegible] তোর শরীরে কি [illegible] লেশ মাত্রও নাই? তুই [illegible] নিষ্ঠুর [illegible] সহ্য [illegible] না

এ দারুণ আঘাত আর সহ্য হয় না।— হা জীবন-সর্ব্বস্ব! আমি জীবিত থাকতে তোমাকে কে অপহরণ করিল, কার আয়ুঃশেষ হইল, তার শত মস্তক বা সহস্র মস্তক হইলেও তাহাকে নির্ম্মস্তক করিব; সে স্বয়ং দেবরাজ হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিব না। প্রিয়ে! তুমি ভিন্ন এ হৃদয় আর কাহার ও নয়। আমি এই বনদেবী সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে তুমি ভিন্ন আর কাহারও কর গ্রহণ করিব না; যদি তোমাকে পাই তবে রাজ্যে প্রত্যাগমন করিব, নচেৎ এই বনেই আমার জীবনাবশেষ। (কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধতার পর, অদূরে বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া) একি! এ নির্জ্জন বন মধ্যে বিলাপ করে কে? (দাঁড়াইয়া) কাহাকেও কি হিংস্রক জন্তুতে আক্রমণ করেছে? না, তাহলে রোদন করবে কেন। বোধ হয় কোন পথিককে দস্যুরা আক্রমণ করেছে। যাহাই হউক আমি থাকতে একজনের প্রাণ যাবে, তা কখনই হবে না।

(তরবারি উত্তোলন করিয়া বেগে প্রস্থান ও নেপথ্যে কোলাহল শব্দ; পরে একজন দস্যুর কেশাকর্ষন করিয়া ও একজন পথিক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া কুমারের পুনঃ প্রবেশ)

দস্যু। (রোদন করিতে করিতে) হুজুর! আমাকে ছেড়ে দাও, আমি কিছুই জানিনে?

কুমা। দুরাত্মা! তোকে ছেড়ে দিব, তুই ব্রহ্মহত্যা কচ্ছিলি।

প—ব্রা (কাতরস্বরে) বাবা তুমি আজ আমার জীবন রক্ষা করলে, ভগবান ব্রহ্মণ্যদেব তোমাকে সকল বিপদে রক্ষা করুন। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার বাক্যের কখন অন্যথা হবে না।

কুমা। দেব; আমার কি সাধ্য আপনার প্রাণদান করি, সর্ব্বজন হিতৈষী পরম দয়ালু জগদীশ্বরই আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন। (দস্যুর প্রতি) রে চণ্ডাল! এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়া তোর কি লাভ হইত?

দস্যু। হুজুর! আমি কি করব আমার মনিবের হুকুম. আমাকে ছেড়ে দিন আমি কিছুই জানি না; আমি একজন সর্দ্দারের চাকর বইত না।

কুমা। কে তোদের সর্দ্দার? কোথায় সে?

ব্রা। (কাঁপিতে ২) বাবা! ঐ পাহাড়ের উপরে। ঐ দেখা যাচ্চে। বাবা, ও যমালয়, সব যমদূত, সব যমদূত।

কুমা। তোর, সর্দ্দারের নাম কি?

দস্যু। হুজুর! বরকন্দাজ খাঁ! আমাকে ছেড়ে দিন, হুজুর! আমি আপনার গোলাম।

কুমা। আচ্ছা ভয় নাই আমি তোকে মারব না, তোর সর্দ্দারের কাছে আমাকে নিয়ে চল্।

ব্রা। (স্বগত) একি সর্ব্বনাশ! হা ভগবান! রক্ষাকর। (প্রকাশ্যে) ও, কি বলচ বাবা, কোথায় যাবে বাবা; তারা যে ডাকাত বাবা তুমি যেওনা বাবা যেওনা! তুমি চল বাবা, আমার সঙ্গে চল।

কুমা। দেব! আপনার ভয় নাই, আপনি সচ্ছন্দে বাটী যান।

ব্রা। আমি যাচ্চি বাবা, তুমি আমার সঙ্গে এস বাবা, তুমি ডাকাতের কাছে যেওনা বাবা, তারা অতি নিষ্ঠুর বাবা।

কুমা। দেব! আপনি তার জন্য ভয় করবেন না, আমি একাকী যাবনা, আমার আরও লোক জন আছে।

ব্রা। তা বাবা, আমি জানি না বাবা, তুমি বোঝ বাবা। তুমি আমার প্রাণ দান দিয়েছ তোমার জন্যে আমার প্রাণ কেমন করে বাবা।

কুমা। দুরাচার দস্যুরা আপনার নিকট হইতে, কি কি দ্রব্য অপহরণ করেছে?

ব্রা। বাবা, আমার সব নিয়েছে; বাবা, আমার সব নিয়েছে।

কুমা। (দস্যুর প্রতি) রে পামর! এই ব্রাহ্মণের কি অপহরণ করিয়াছিস্?

দস্যু। হজুর, আমি কি জানি? সর্দ্দার নিয়েছে।

কুমা। দেব! আপনার নিকট কি কি দ্রব্য ও কত অর্থ ছিল?

ব্রা। (কাতরস্বরে) বাবা, আমার ছেলেটির যজ্ঞোপবীতের জন্য কিছু ভিক্ষা করে বাড়ী যাচ্ছিলাম, এই টাকা পঞ্চাশ নগদ আর কিছু বস্ত্রও ছিল, তা বাবা সব নিয়েছে; কি করব বাবা!

কুমা। আপনি কাতর হবেন না, এই নিন্ যৎকিঞ্চিৎ আমার সঙ্গে ছিল। (ব্রাহ্মণের হস্তে দশটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান) এক্ষণে বেলা অপরাহ্ন হয়ে আসচে আপনি বাড়ী যান, প্রণাম হই।

ব্রা। আশীর্ব্বাদ করি বাবা তুমি রাজা হও তোমার ধনে পুত্রে লক্ষীলাভ হোক তুমি দীর্ঘজীবি হও।

(ব্রাহ্মণের প্রস্থান)

(কুমারের ভেরি ধ্বনি করিবামাত্র মুক্ত অস্ত্র হস্তে, বেগে চারি জন যোদ্ধার প্রবেশ ও কুমারকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান)

কুমা। (সবিস্ময়ে) একি! তোমরা কোথা ছিলে?

১ ম যো। কুমার, আমরা এই বনমধ্যে আপনারিই অন্বেষণ কচ্ছিলাম!

কুমা। (স্বগত) জগদীশ্বরই সহায়। (প্রকাশ্যে) এই দুরাত্মাকে বন্ধন করে লয়ে এস। (দস্যুর প্রতি) রে দুরাত্মা চল, অগ্রসর হ।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(দস্যুগৃহে-শশীকলার বিলাপ)

গীত।

রাঃ-রামকেলি-যোগিয়া। তাল-মধ্যমান।

শশী। কোথা শ্রীমধুসূদন।
দুঃখিনী ডাকে বিপদে দেহ নাথ দরশন।
দুর্ম্মতি কুরু সকলে, দ্রৌপদীরে লজ্জা দিলে,
তুমি নাথ করে ছিলে,সতী লজ্জা নিবারণ।—
দুঃখিনী আজি তোমারে,ডাকিছে অতি কাতরে,
রাখ নাথ অবলার অমূল্য সতিত্ব ধন॥

(স্বগত) হায়! এতদিনের পর আজ আমার সকল আশাকেই বিদায় দিলাম। হা বিধি! তোমার মনেকি এই ছিল। লোকের জীবনে সুখ দুঃখ উভয় ঘটনাই হয়ে থাকে, কিন্তু এ অভাগিনীর কপালে কি কেবল দুঃখই লিখিয়াছিলে। হা পিতঃ! হা মাতঃ আর তোমাদিগকে দেখিতে পাইলাম না। তোমাদের দুঃখিনী কন্যা আজ তোমাদের নিকট বিদায় চাহিছে, চিরদিনের মতন বিদায় চাহিছে: মা! তোমার আদরের ধন, যতনের ধন, তোমার একমাত্র দুঃখিনী কন্যা, রমণী-সুলভ সতীত্ব ধন রক্ষার্থে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে। হা সখি প্রিয়ম্বদে! হা ভগিনি কমালিকে! তোমরা এখন কোথায়? যাহাকে ক্ষণমাত্র না দেখিলে, তোমরা অন্ধকার দেখিতে, আজ

তোমাদের সেই প্রিয়সখী,নরাধম দস্যুর হস্তে পতিতা হয়ে, তাহাদের পাপাশয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রাণনাশে সঙ্কল্প করেছে। একবার আসিয়া দেখা কর; এ জনমের মত তোমাদের প্রিয়সখি বিদায় চাহিছে। হা জীবিতেশ্বর! হা প্রাণবল্লভ! হা নাথ! তোমাকে মন মাল্য প্রদান করিয়াই আমার শেষ হইল! গন্ধমাল্য দিবার আর সময় হইল না। অতিথীভাবে সেবা করিয়াই শেষ হইল। পতিভাবে আর সেবা করিতে পাইলাম না। বিধাতার কি বিড়ম্বনা!—অভাগিনী সিংহরমণী হয়ে শৃগালের কাছে অপদস্থ হইতে হইল? আর না—এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। হা কঠিন হৃদয়! তুমি এখনও বিদীর্ণ হইতেছ না কেন? হা কঠিন প্রাণ! তুমি এখনও প্রস্থান করিতেছ না কেন? হা দগ্ধ কলেবর, তুমি এখনও সর্ব্বাবয়বে বিশীর্ণ হইতেছনা কেন? রে চক্ষু তুই এখনও উন্মীলিত রহিয়াছিস? আরো কি তোর এই পাপভূমি দর্শনে অভিলাষ আছে? রে রসনা! এখনও তুই স্ববশে আছিস? রে কর্ণ তুই এখনও বধির হ'স্ নাই কেন? আরো কি দুরাত্মাদিগের কটূক্তি শ্রবণে তোর অভিলাষ আছে?—মাতঃ ভারতভূমি! তোমার দুঃখিনী সন্ততি,আজ তোমার নিকট বিদায় চাহিছে; ভারতের অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষার্থে তোমার নিকট বিদায় চাহিছে। দুঃখিনী আর সহ্য করিতে পারে না। হা বিরাম-দায়িনী মৃত্যু! তুমি

কোথায় ? তুমিই অভাগিনীর একমাত্র সহায় ; এস, তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া চির সন্তাপিত দেহকে শীতল করি।

(সহসা দস্যুপতির প্রবেশ)

দ-প। (কিঞ্চিৎ উন্মত্ত অবস্থায়) হাঃ হাঃ হাঃ! বিবি আজ তোমার বাত্ শুনিয়া বড় খুসি হইলাম, হাঃ হাঃ হাঃ! কি—বাত্—হাঃ হাঃ হাঃ! "তোমাকে কি—আল্লিমগড় নানা, কি বল্লে বিবি ? তোমাকে আলিম—আলিম—কি আলিঙ্গন করিয়া, হাঃ হাঃ হাঃ! বিবি, আমি ত আসিয়াছি, আর তোমার ভাবনা কি, এস আমার কাছে এস—তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমার জানকে ঠাণ্ডা করি।

(শশীকলাকে ধরিতে অগ্রসর ও শশীকলার ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ)

শশী। দেখ দস্যুপতি, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার একটা কথা শুন।

দ-প। কি কথা সুন্দরি ; বল, বল, আমাকে বল।

(শশীকলার নিকটে গমন)

শশী। (কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া) দেখ তুমি আমার কাছে আসিও না।

দ-প। কেন সুন্দরি আমি কি বদ সুরত্।

শশী। না, তা নয়, তোমার ঐ অস্ত্র শস্ত্র গুলো দেখলে, আমার বড় ভয় করে।

দ-প। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! আচ্ছা সুন্দরি ; আমি এখানে ও

সকল আর আনব না? এই আমি সব রাখিলাম।
(পেশ কবচ হইতে তরবারি খুলিয়া এক পার্শ্বে রক্ষণ ও শশীকলার নিকটে পুনরাগমন)

শশী। (দ্রুতপদে যাইয়া অস্ত্র গ্রহণ ও কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া দণ্ডায়মানা)

দ-প। (সবিস্ময়ে) ও কি সুন্দরি!

শশী। (তরবারি উত্তোলন করিয়া) আয় দুরাত্মা—
দেখি তোরে ; কেমন সাহস তোর,
অমূল্য সতীত্বধন করিবি হরণ?
জাননা ক্ষত্রিয়কন্যা আমি রে পামর
ইন্দ্রসিংহ পত্নী আমি ; তুই যার ভয়ে—
লুকাইয়ে রয়েছিস, পর্ব্বত বিবরে।
জাননা, সতীত্ব ধন সতীর জীবন,—
জীবন থাকিতে, তুই লভে চাস তারে?
পদমাত্র অগ্রসর হইবি রে যদি,
তোরই অস্ত্রের তেজ দেখাইব তোরে ;
অথবা কৃপাণাঘাতে নাশিব জীবন,—
কখন দিব না তোরে, এদেহ স্পর্শিতে?

(পশ্চাদ্দিক দিয়া কুমার ইন্দ্রসিংহের প্রবেশ ও দস্যুপতিকে বেগে আঘাত করিয়া ভূমে নিক্ষেপ করণ, পরে সেনাদ্বয় আসিয়া তাহাকে বন্ধন করণ)

কুমা। ভয় নাই! কল্যাণি! আসিয়াছে তোমার—
প্রেমের ভিখারি জন রক্ষিতে তোমারে ;
এস প্রিয়ে—

শশী। হা নাথ! (পতন ও মূর্চ্ছা)।

কুমা। একি হলো একি হলো—প্রিয়ে! (দ্রুতগমনে শশীকলাকে ধারণ করিয়া অঙ্কে রক্ষণ) রঘুবর! শীঘ্র একটু জল আন।

১জন সৈন্য। যে আজ্ঞা কুমার। (প্রস্থান)

কুমা। উঠ প্রিয়ে, মহাসতী তুমি রে ললনা,
হৃদয় পবিত্র করি, আলিঙ্গি তোমারে,
(রঘুবরের জল আনয়ন ও কুমার জলের ছাট দিয়া শশীকলার মূর্চ্ছাপনোদন)

শশী। (অৰ্দ্ধোত্থিত হইয়া)
হা নাথ! হৃদয়েশ! দুঃখিনীর জীবন,
জীবন রয়েছে বুঝি দেখিতে তোমারে,
আশা নাহি ছিল আর দেখিব তোমারে—
এজনমের মত— (রোদন)

কুমা। স্থির হও প্রাণ প্রিয়ে কাঁদ কেন আর,
জগদীশ করেছেন আপদ উদ্ধার।
(রঘুবরের প্রতি)
রঘুবর! দুরাত্মাকে রাজধানীতে লয়ে যাও।

রঘু। যে আজ্ঞা কুমার! (দস্যুপতিকে লইয়া সেনাদ্বয়ের প্রস্থান)

শশী। হা নাথ! এ অভাগিনীর কোন আশাই ছিল না, সকল আশাকেই জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, বুঝি পিতার অপরাধের [illegible], এ অধিনীকে আর চরণে স্থান দিবেন না। আজ বুঝি অনাথনাথ

পার্ব্বতীনাথ, চিরদুঃখিনীর প্রতি সদয় হয়ে, সকল আশাই পূর্ণ করিলেন।

কুমা। (শশীকলার হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রিয়ে! প্রাণবল্লভে! তুমি ভিন্ন এ অধীন আর কাহারও নয়;—আমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য, যখন তোমার নাট্যশালায় গিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, যখন তোমার সখীর মুখে, তোমার অকস্মাৎ অদৃশ্য হওনের বৃত্তান্ত শুনিলাম, তখন আমি সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় দেখিলাম। সেই দণ্ডেই তোমার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। নগরে নগরে, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, অনুসন্ধান করিয়া যখন কোথাও তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, তখন হতাশ হইয়া বনদেবীর সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে যদ্যপি তোমার কোন অনুসন্ধান প্রাপ্ত হই তবে রাজ্যে প্রত্যাগমন করিব, নচেৎ এই বনেই জীবনাবশেষ করিব। আজ করুণানিধান জগদীশ্বরের কৃপায়, তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া, আমার সকল দুঃখই নিবারণ হইল। প্রিয়ে! তুমি এই নরাধম দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হয়ে, না জানি কতই যন্ত্রণা পেয়েছ। পাপাত্মা দস্যুরা তোমাকে অপহরণ ক'রে তাহাদের পাপাশয় চরিতার্থ করিবার জন্য, না জানি তোমাকে কতই তাড়না করেছে। কিন্তু তুমি ভারতের অমূল্য সতীত্ব রত্ন রক্ষা করিবার জন্য, কোমলাঙ্গী কুলকামিনী হইয়াও, বীর পুরুষের ন্যায় এই অস্ত্র ধারণ করিয়াছ। তোমাকে ধন্য! তোমার

সতীত্বকে ধন্য। কি করে অমূল্য সতীত্ব রত্নকে রক্ষা করিতে হয়, এবং কিরূপে আর্য্যসন্ততীগণ স্বধর্ম্মে দৃঢ় থাকিবে, তাহা তোমা হইতেই ভারত ললনারা শিক্ষা করুক। তুমিই ভারতের ললনা রত্ন; তুমিই ভারতের গৌরব, তুমিই ভারতের দ্বিতীয় আদর্শ সতী। (দুইজন দেবাঙ্গনা পুষ্পহার লইয়া গান করিতে করিতে প্রবেশ ও দম্পতীকে মধ্যে রাখিয়া নৃত্য করণ

গীত।

সখি, ধর ধর বাসবের মালা উপহার।
পারিজাত ফুলে, গাঁথিয়ে মালা,
দিলাম তুলিয়ে সতী সমাদর।
ভারত ভুমেতে, ভরিবে যশেতে,
জানিবে সকলে সতী ব্যবহার।
(শশীকলার গলায় মালা প্রদান ও শশীকলা একছড়া মালা লইয়া কুমারের গলায় অর্পণ)

(নেপথ্যে শঙ্খ ও উলুধ্বনি।)

সমাপ্ত।

শুদ্ধি পত্র

১২ পৃষ্ঠার গীতের পরিবর্ত্তে।

রাঃ—পরজ তাল কাওয়ালি।

সখি! কেন এমন হইল।
দুরন্ত মদন, হানিয়ে পঞ্চবান,
অবলার প্রাণ বুঝি বধিল।
কোকিলের কুহুরব মম শ্রবণে,
মেঘ গর্জ্জন সম লাগে সঘনে,
মম মানস-পাখী বুঝি উড়িল।
ফুল্ল কমলিনী পরে মধুপ নিকরে,
গুণ, গুণ, গুণ, রবে, মধুর ঝঙ্কারে,
লাগিছে হৃদয়ে মম বিষম শেল।
বিষম হইল সখি এ যৌবন ভার,
সহা নাহি যায় আর, কর প্রতিকার,
লোক লাজ ভয় মোর বিড়ম্বনা হইল।